পারা ১২

۝٥ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ

৬। অমা-মিন্ দা — ব্বাতিন্ ফিল্ আর্দ্বি ইল্লা-'আলাল্লা-হি রিয্‌ক্বু-হা- অইয়া'লামু মুস্‌তাক্বার্‌রহা- অ

(৬) আর যমীনে বিচরণশীল প্রাণীর জীবিকাই দায়িত্ব আল্লাহর, [১] আর তিনি জানেন তার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি ও

مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

মুস্‌তাওদা'আহা-; কুল্লুন্ ফী কিতাবিম্ মুবীন্। ৭। অহুওয়াল্লাযী খালাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্দ্বোয়া

স্বল্পকালীন অবস্থিতির স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই রয়েছে। (৭) আর তিনিই আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন,[২]

فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ

ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ অ কা-না 'আর্‌শুহূ 'আলাল্ মা — য়ি লিইয়াব্‌লুঅকুম্ আইয়্যুকুম্ আহসানু 'আমালা-; অ লায়িন্

ছয়দিনে, আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তোমাদের মধ্য কে উত্তম আচরণকারী তা পরীক্ষা করার জন্য,

قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا

ক্বু-ল্‌তা ইন্নাকুম্ মাব্'উছূনা মিম্ বা'দিল মাওতি লাইয়াক্বু-লান্নাল্লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-

আর যদি আপনি বলেন যে, নিশ্চয়ই 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তখন কাফেরা অবশ্যই বলবে, এটি তো

سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا

সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ৮। অলায়িন্ আখ্‌খার্‌না-'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বা ইলা ~ উম্মাতিম্ মা'দূদাতিল্ লাইয়াক্বূ-লুন্না মা-

স্পষ্ট যাদু। (৮) আর আমি আযাব নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখলে অবশ্যই তারা বলবে, কিসে তা স্থগিত করেছে?

يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

ইয়াহ্‌বিসুহ্; আলা-ইয়াওমা ইয়া''তীহিম্ লাইসা মাছ্‌রূফান্ 'আন্‌হুম্ অহা-ক্বা বিহীম্ মা-কানূ বিহী

স্মরণ রেখ, যেদিন তা আসবে সেদিন তা তাদের উপর থেকে ফিরান যাবে না, তাদেরকে তা বেষ্টন করবেই যা নিয়ে

১ ع ৪ ১ রুকু

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ

ইয়স্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৯। অলায়িন্ আযাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না মিন্না-রহ্‌মাতান্ ছুম্মা নাযা'না-হা মিন্‌হু, ইন্নাহূ

বিদ্রূপ করত। (৯) আর যদি আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ দিয়ে পুনর্বার তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে অবশ্যই নিরাশ

لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝٩ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ

লাইয়ায়ূসুন্ কাফূর্। ১০। অলায়িন্ আযাক্বনা-হু না'মা — য়া বা'দা দ্বোয়ার্‌রা — য়া মাস্‌সাত্‌হু লাইয়াক্বূ লান্না যাহাবাস্ সাইয়্যিয়া-তু

ও অকৃতজ্ঞ হয়। (১০) আর যদি আমি দুঃখের পরে সুখের স্বাদ দেই, তবে সে বলে, আমা হতে বিপদ কেটেছে, তখন

আয়াত-৬ ঃ টীকা ঃ (১) ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী বলে উক্ত আয়াতে সকল প্রাণীকেই বুঝান হয়েছে। কারণ, আকাশচারী পাখীরাও খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্তে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে। আবার সমুদ্রের তলদেশেও যেহেতু মাটি রয়েছে তাই সামুদ্রিক প্রাণীকেও ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল বলা যেতে পারে। মোটকথা, সব ধরনের প্রাণীকূলের রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহর উপর। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মত কোন শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৭ ঃ টীকা ঃ (২) মহান আল্লাহ সৃষ্টির প্রথমেই সবুজ রং এর ইয়াকুত পাথর তৈরি করেন এবং গভীর দৃষ্টির ফলে এটি পানিতে পরিণত হয়। অতঃপর এ পানিকে বায়ুরাশির উপর স্থাপন করে আকাশকে এটির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। (মুঃ কোঃ)

عَنِّيْ ۭ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١١ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ

'আন্নী; ইন্নাহূ লাফারিহুন্ ফাখূর। ১১। ইল্লাল্লাযীনা ছোয়াবারূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-ত; উলা — য়িকা লাহুম্
সে উৎফুল্ল ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। (১১) কিন্তু যারা ধৈর্যশীল সৎকর্মশীল হয়েছে (তারা এরূপ হয় না); তাদেরই জন্য

مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَاۗىِٕقٌۢ بِهٖ

মাগ্‌ফিরাতুঁও অআজ্‌রুন্ কাবীর্। ১২। ফালা'আল্লাকা তা-রিকুম্ বা'দ্বোয়া মা-ইয়ূহা ~ ইলাইকা অদ্বোয়া — য়িকুম্ বিহী
ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (১২) তবে কি আপনি বাদ দিতে চান তার কিছু যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়?

صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاۗءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ

ছোয়াদ্‌রুকা আইঁ ইয়াকূ লূ লাওলা ~ উন্‌যিলা 'আলাইহি কান্‌যুন্ আও জ্বা — য়া মা'আহূ মালাক্; ইন্নামা ~ আন্‌তা
আর এতে আপনার মন সংকুচিত হবে, এজন্য যে, তারা বলে, তার কাছে কেন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না, বা সঙ্গে ফেরেশতা

نَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝١٣ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ

নাযীর্; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িঁও অকীল্। ১৩। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হ্; কুল্ ফা''তূ বি'আশ্‌রি
আসে না? আপনি তো সাবধানকারী; আল্লাহ সার্বিক কর্তৃত্বশীল। (১৩) অথবা তারা কি বলে যে, সে নিজেই তার

سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

সুঅরিম্ মিছ্‌লিহী মুফ্‌তারাইয়া-তিঁও অদ্‌উ' মানিস্ তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
(কোরআনের) রচয়িতা? বলুন, তবে দশটি সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডাক, যদি সত্যবাদী হও।

۝١٤ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

১৪। ফাইল্লাম্ ইয়াস্‌তাজীবূ লাকুম্ ফা'লামূ ~ আন্নামা ~ উন্‌যিলা বি'ইল্‌মিল্লা-হি অআল্লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ,
(১৪) তোমাদের ডাকে তারা সাড়া না দিলে জেনে রেখ, তা আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা অবতীর্ণ; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝١٥ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ

ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুস্‌লিমূন্। ১৫। মান্ কা-না ইয়ুরীদুল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- অযীনাতাহা- নুওয়াফ্‌ফি
সুতরাং তোমরা মুসলিম হবে কি? (১৫) যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের

اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝١٦ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

ইলাইহিম্ আ'মা-লাহুম্ ফীহা-অহুম্ ফীহা-লা-ইয়ুব্‌খাসূন্। ১৬। উলা — য়িকাল্লাযীনা লাইসা লাহুম্ ফিল্
কর্মফল দিয়ে দিই, আর সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। (১৬) পরকালে দোযখ ছাড়া তাদের জন্য আর কিছুই নেই,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৪ ঃ কারো মতে আলোচ্য আয়াতটি ইহুদী খৃষ্টানদের ব্যাপারে নাযীল হয়েছে। আর কার মতে , ঐ সব আয়াত মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যেত শুধুমাত্র লুটের মাল সঞ্চয়ের উদ্দেশে, পরকাল ও নেকী অর্জনের বিন্দুমাত্র উদ্দেশও তাদের থাকত না। আর কেউ বলেন, রিয়াকার বা লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতটি সার্বিক অর্থে রাখা সঙ্গত হবে যে, এতে কাফের, মুনাফিক ও রিয়াকার মু'মিন সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। আশরাফুল ওলামা হযরত থানবী (রঃ) বলেন, এটাই উত্তম হবে যে, আয়াতটিকে কেবল অবিশ্বাসীদের জন্যই বিশিষ্ট অর্থবোধক হিসেবে সাব্যস্ত করে রাখা। কেননা, আয়াতটির শেষ বাক্য এদিকের ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও বাক্যটিকে সে সব মুসলমানদের

الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ

আ-খিরাতি ইল্লান্না-রু অহাবিত্বোয়া মা-ছনাউ' ফীহা- অবা-ত্বিলুম্ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৭। আফামান্

তাতে তারা যা করেছিল তার সবই বৃথা যাবে এবং যা উপার্জন করছে তাও নিষ্ফল হবে। (১৭) তারা কি ওদের

كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا

কা-না 'আলা- বাইয়িনাতিম্ মির্ রব্বিহী অইয়াত্লূহু শা-হিদুম্ মিন্হু অমিন্ ক্বব্লিহী কিতা-বু মূসা ~ ইমা-মাঁও

সমান? যারা রবের প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং রব থেকে সাক্ষ্য পেয়েছে, এবং পূর্বে মূসার গ্রন্থ দিশারী

وَّرَحْمَةً ۭ اُولٰۗىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ

অ রহ্মাহ্; উলা —য়িকা ইয়ু''মিনূনা বিহ্;অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিহী মিনাল্ আহ্যা-বি ফান্না-রু মাও'ইদুহূ,

ও দয়াস্বরূপ আছে; ওরাই তার উপর বিশ্বাসী। আর অন্যান্যের মধ্যে যে তা অস্বীকার করে, দোযখ হবে তার প্রতিশ্রুত

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۡ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ *

ফালাতাকু ফী মির্ইয়াতিম্ মিন্হু ইন্নাহুল্ হাক্ব্কু মির্ রব্বিকা অলাকিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়ু''মিনূন্।

স্থান; আপনি তাতে সন্দেহে থাকবেন না। নিশ্চয়ই তা রবের প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

﴿١٨﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰي رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ

১৮। অমান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবা-; উলা — য়িকা ইয়ু'রাদ্ূনা 'আলা–রব্বিহিম্ অইয়াক্বূলুল্

(১৮) আর যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? তারা তাদের রবের সামনে যাবে, তখন

الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰي رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ الَّذِيْنَ

আশ্হা-দু হা ~ ফুলা — ই ল্লাযীনা কাযাবূ 'আলা- রব্বিহিম্, আলা– লা'নাতুল্লা-হি 'আলাজ্জোয়া-লিমীন্।১৯। আল্লাযীনা

সাক্ষীরা বলবে, এরাই রবের প্রতি মিথ্যারোপ করছে। মনে রেখো, জালিমদের ওপর আল্লাহর লা'নত। (১৯) যারা

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۭ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ *

ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ ইয়াব্গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-; অহুম্ বিল্আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন্।

আল্লাহর পথে বাঁধা প্রদান করে এবং বাঁকা পথে চলতে আগ্রহী, আর এরাই পরকালকে অবিশ্বাস করে।

﴿٢٠﴾ اُولٰۗىِٕكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

২০। উলা —য়িকা লাম্ ইয়াকূনূ মু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্দ্বি অ মা-কা-না লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিন্

(২০) তারা যমীনে (আল্লাহকে) দুর্বল করতে পারেনি, আর তাদের জন্য না ছিল আল্লাহ

ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যারা সৎকাজ কেবল পার্থিব আয়ু-উন্নতির লালসায় করে, তা হলে তারা আপন সদাচরণের বিনিময়ে কেবল লেলিহান অগ্নি শিখাই প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এই অর্থটি অত্যন্ত দূরসম্পর্কীয়। এছাড়া এটাও সম্ভব যে, তাদের ঈমানে আল্লাহপাক তাদের রিয়াকে মাফ করে দিতে পারেন। আর মু'মিন রিয়াকারদের উদ্দেশ্য আরও অনেক ভীতিমূলক বাণী হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। তাতেও বুঝা যায়, আলোচ্য আয়াতটি অহঙ্কারী মু'মিনদের জন্য নয়। আর সেসব কাফেররাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা পরকালের পুণ্য অর্জনার্থে কোন সৎকাজ করে। কারণ অন্যত্র তাদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, আমল গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান থাকা পূর্বশর্ত। আর কারও মতে আয়াতটি কেবল রিয়াকার মু'মিনদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এ আয়াতের অর্থ হবে এই তারা প্রথমে আপন রিয়াকারীর বিনিময়ে দোযখে থাকবে এবং পরিণাম ফল ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।– বয়ানুল কোরআন।

أَوْلِيَاءَ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا

আউলিয়া — য় ইয়ুদ্বোয়া-'আফু লাহুমুল্ 'আযা-ব্; মা-কা-নূ ইয়াস্তাত্বী'উনাস্ সাম্'আ অমা-কা-নূ

ছাড়া কোন অভিভাবক। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, তারা না ছিল শুনতে সক্ষম আর না পারত

يُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

ইয়ুব্ছিরূন্। ২১। উলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্।

দেখতে। (২১) ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, এবং এরা যেসব অলীক উপাস্যস্থির করে রেখেছিল, তা তাদের নিকট হতে উধাও হয়েছে।

﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا

২২। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ–খিরাতি হুমুল্ আক্সারূন্। ২৩। ইন্না ল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্

(২২) নিঃসন্দেহে এরাই হবে পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (২৩) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে ও

الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوْٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

ছোয়া-লিহা-তি অআখ্বাতূ ~ ইলা- রব্বিহিম্ উলা — য়িকা আছ্হা-বুল জ্বান্নাতি, হুম্ ফীহা-খলিদূন্।

তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হয়েছে, তারাই বেহেশতের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরদিন স্থায়ীভাবে থাকবে।

﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ

২৪। মাছালুল্ ফারীক্বাইনি কাল্'আ'মা- অল্ আছোয়াম্মি অল্ বাছীরি অস্সামী'ই; হাল্ ইয়াস্তাওয়িয়া-নি

(২৪) দু দলের উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রোতার; এরা কি তুলনায় সমান? তবুও কি তারা শিক্ষা

مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ ۠ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ

মাছালা-; আফালা-তাযাক্কারূন্। ২৫। অলাক্বদ্ আর্সাল্না– নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ~ ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্

গ্রহণ করবে না? (২৫) আর আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আমি তোমাদের স্পষ্ট

مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ أَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيْمٍ ۞

মুবীন্। ২৬। আল্লা- তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিন্ আলীম্।

সাবধানকারী। (২৬) আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করবে না; আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি কষ্টদায়ক দিনের আযাবের।

﴿٢٧﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا

২৭। ফাক্বা-লাল্ মালায়ু ল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বওমিহী মা- নারা-কা ইল্লা- বাশারাম্ মিছ্লানা– অমা-

(২৭) অতঃপর তার গোত্র-প্রধান কাফেররা বলল, আমরাতো তোমাকে আমাদের মত মানুষই দেখছি। আর আমরা তো দেখছি

نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

নারা-কাত্তাবা'আকা ইল্লাল্লাযীনা হুম্ আরা-যিলুনা- বা-দিয়ার্ রা''য়ি, অমা- নারা-লাকুম্ 'আলাইনা-মিন্

কেবল আমাদের মধ্যের অধম বক্তিরাই অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে। এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের

فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ

ফাদ্বলিম্ বাল্ নাজুন্নুকুম্ কা-যিবীন্। ২৮। ক্ব-লা ইয়া-কওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্তু 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্
শ্রেষ্ঠত্ব তো দেখছি না। তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (২৮) বলল, হে কওম! বলতঃ যদি আমি রবের দলিলে থাকি,

رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا

রব্বী অআ-তা-নী রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিহী ফা'উম্মিয়াত্ 'আলাইকুম্; আনুল্যিমুকুমূহা অআন্তুম্ লাহা-
তিনি আমাকে তাঁর রহমত দেন এবং তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি?

كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا

কা-রিহূন্। ২৯। অইয়া-ক্বওমি লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মা-লা-;ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলা ল্লা-হি অমা ~ আনা-
অথচ তোমরা তাতে বীতশ্রদ্ধ। (২৯) হে আমার কওম! আমি ধন চাই না, আমার পুরস্কারতো আল্লাহর কাছে। আর

بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞

বিত্বোয়া-রিদিল্ লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাহুম্ মুলাক্বূ রব্বিহিম্ অলা-কিন্নী ~ আরা-কুম্ ক্বাওমান্ তাজ্হালূন্।
আমি মু'মিনদের বিতাড়নকারী নই। তারা রবেরই সাক্ষাতকারী। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ اَقُوْلُ

৩০। অ ইয়া-ক্বাওমি মাঁই ইয়ান্ছুরুনী- মিনাল্লা-হি ইন্ ত্বরাত্তুহুম্; আফালা-তাযাক্কারূন্। ৩১। অলা ~ আক্বূলু
(৩০) হে কওম! কে আল্লাহর হতে আমাকে সাহায্য করবে? যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তোমরা কি বুঝবে না? (৩১) আমি বলি

لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ

লাকুম্ 'ইন্দী খাযা — য়িনু ল্লা-হি অলা ~ আ'লামুল গইবা অলা ~ আক্বূ লু ইন্নী মালাকুঁও অলা ~
না যে, আল্লাহর ধনাগার আমার কাছে রয়েছে, আর না আমি গায়েব সম্পর্কে জানি, আর আমি এও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা।

اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ

আক্বূ লু লিল্লাযীনা তায্দারী ~ আ'ইয়ুনুকুম্ লাই ইয়ু''তিয়াহুমুল্লা-হু খাইরা-; আল্লা-হু আ'লামু বিমা-ফী ~
আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের ব্যাপারে বলি না যে, তাদেরকে কখনও আল্লাহ কল্যাণ দেবেন না। আল্লাহই

اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ

আন্ফুসিহিম্ ইন্নী ~ ইযাল্ লামিনাজ্জোয়া-লিমীন্। ৩২। ক্ব-লূ ইয়া-নূহু ক্বদ্ জ্বা-দাল্তানা- ফাআক্ছার্তা
তাদের অন্তরের সবকিছু ভালভাবে অবগত। বললে আমি জালিম হব। (৩২) বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে অধিক ঝগড়া করেছ।

جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ

জ্বিদা-লানা- ফা''তিনা- বিমা- তাই'দুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৩। ক্ব-লা ইন্নামা-ইয়া''তীকুম্
অতএব তুমি যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস, যদি সত্যবাদী হও। (৩৩) বলল, ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ই তোমাদের কাছে

بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ

বিহিল্লা-হু ইন্ শা—য়া অমা ~ আন্তুম্ বিমু'জিযীন্। ৩৪। অলা-ইয়ান্ফা'উকুম্ নুছ্হী ~ ইন্ আরাত্তু
তা আনয়ন করবেন, আর তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৩৪) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ

أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ

আন্ আন্ছোয়াহা লাকুম্ ইন্ কা-নাল্লা-হু ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ুগ্ওয়িয়াকুম্; হুঅ রব্বুকুম্ অইলাইহি
তোমাদের কোন কাজে আসবে না যদি আল্লাহ তোমাদের ভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের রব, তাঁর কাছেই তোমরা

تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا

তুর্জা'উন্। ৩৫। আম্ ইয়াকূলূ নাফ্ তারা-হ্; কুল্ ইনিফ্ তারা-ইতুহূ ফা 'আলাইয়্যা ইজ্র-মী অআনা
ফিরবে। (৩৫) তবে কি তারা বলে যে, সে রচনা করেছে? বলুন, রচনা করলে, দোষ আমারই উপর বর্তাবে। তবে আমি

بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا ع ১১ ৩ ৩ রুকু

বারী—য়ুম্ মিম্মা-তুজ্রিমূন্। ৩৬। অ উহিয়া ইলা- নূহিন্ আন্নাহূ লাইঁ ইয়ু'মিনা মিন্ ক্বওমিকা ইল্লা-
তোমাদের অপরাধ থেকে মুক্ত। (৩৬) আর নূহের কাছে প্রত্যাদেশ হল যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার

مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

মান্ ক্বদ্ আ-মানা ফালা-তাব্তায়িস্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্। ৩৭। অছ্না'ইল্ ফুল্কা বিআ' ইয়ুনিনা-
সম্প্রদায়ের আর কেউ ঈমান আনবে না; কাজেই তুমি ক্ষোভ করো না তারা যা করেছে তজ্জন্য। (৩৭) আর তুমি আমার

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٨﴾ وَيَصْنَعُ

অ অহ্য়িনা- অলা-তুখা-ত্বিব্নী ফিল্লাযীনা জোয়ালামূ ইন্নাহুম্ মুগ্রাক্বূন্। ৩৮। অইয়াছ্না'উল্
সপক্ষে ও আদেশে নৌকা বানাও; জালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না, তারা ডুববে। (৩৮) সে নৌকা নির্মান,

الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا

ফুল্কা অকুল্লামা- মার্র 'আলাইহি মালায়ুম্ মিন্ ক্বওমিহী সাখিরূ মিন্হু; ক্বা-লা ইন্ তাস্খরূ
করতে লাগল আর কওমের প্রধানরা উপহাস করছে; বলল, তোমরা আমাদেরকে বিদ্রূপ করলে ওইরূপ বিদ্রূপ

مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٩﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ

মিন্না- ফাইন্না-নাস্খরু মিন্কুম্ কামা-তাস্খরূন্। ৩৯। ফাসাওফা তা'লামূনা মাই ইয়া''তীহি 'আযাবুঁই
আমরাও তোমাদেরকে করব। যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ। (৩৯) তোমরা শ্রীঘ্রই বুঝবে কার প্রতি

يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

ইয়ুখ্যীহি অ ইয়াহিল্লু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৪০। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা—য়া আম্রুনা-অফা-রাত্তান্নূরু
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসে ও কার প্রতি স্থায়ী শাস্তি আসে। (৪০) অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল ও চুলায় পানি উঠল,

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ

ক্বুল্ নাহ্মিল্ ফীহা-মিন্ কুল্লিন্ যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি অআহ্লাকা ইল্লা-মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল্
তখন আমি বললাম উঠিয়ে নাও যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আছে তারা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর জোড়ায় জোড়ায়

الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤١﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ

ক্বওলু অমান্ আ-মান্;অমা ~ আ-মানা মা'আহূ ~ ইল্লা-ক্বালীল্ । ৪১ । অক্বলার্ কাবূ ফীহা-বিস্‌মিল্লা-হি
ও যারা ঈমান এনেছে তাদের এবং তারা অল্প সংখ্যকই তাকে বিশ্বাস করেছে। (৪১) এবং সে বলল, এতে আরোহণ কর,

ইমালাহ

مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ

মাজ্বরে-হা-অমুর্‌সা-হা-; ইন্না রব্বী লাগফূরুর্ রহীম্ । ৪২ । অহিয়া তাজ্ব্‌রী বিহিম্ ফী মাওজ্বিন্
আল্লাহর নামেই ওর চলা ও স্থিতি; নিশ্চয়ই আমার রব অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪২) অতঃপর নৌকা তাদেরকে নিয়ে

كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا

ক্বল্‌জ্বিবালি অ না-দা-নূহুনিব্ নাহূ অকা-না ফী মা'যিলিইঁ ইয়া-বুনাইয়্যার্ কাব্ মা'আনা- অলা-
পাহাড়তুল্য ঢেউ-এর মধ্যে চলল; নূহ্ তার পুত্রকে আহ্বান করে বলল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর,

تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا

তাকুম্ মা'আল্ কা-ফিরীন্ ।৪৩।ক্বা-লা সায়া-ওয়ী ~ ইলা-জ্বাবালিইঁ ইয়া'ছিমুনী মিনাল্ মা — য়্; ক্বা-লা লা-
কাফেরদের সঙ্গে থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি, তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।

عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

'আ-ছিমাল্ ইয়াওমা মিন্ আম্‌রিল্লা-হি ইল্লা-মার্ রহিমা, অ হা-লা বাইনাহুমাল্ মাওজ্বু ফাকা-না মিনাল্
নূহ্ বলল, আজ কেউ রক্ষা করবে না আল্লাহর দয়া ছাড়া। তাঁর আদেশ হতে একটি তরঙ্গ উভয়কে পৃথক করল, অমনি

الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٤﴾ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ

মুগ্‌রাক্বীন্ । ৪৪ । অক্বীলা ইয়া ~ আর্‌দ্বুব্ লা'ঈ ~ মা — য়াকি অইয়া-সামা — য়ু আক্বলি'ঈ অগীদ্বোয়াল্
সে ডুবে গেল। (৪৪) তারপর বলা হল, হে যমীন! তুমি তোমার পানি শোষণ কর। হে আকাশ! থাম। এরপর পানি হ্রাস

এক চতুর্থাংশ •

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ☆

মা — য়্ অক্বুদ্বিয়াল্ আম্‌রু আস্‌তাঅত্ 'আলাল্ জ্বূদিয়্যি অক্বীলা বু'দাল্লিল্ ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্।
পেল কাজ শেষ হল। আর নৌকা জূদী পাহাড়ে এসে স্থির হল। এবং বলা হল, জালিমরা আল্লাহর দয়া হতে বঞ্চিত।

আয়াত-৪১ ঃ একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ এটি এমন একটি ধারণার প্রতি পথ নির্দেশ করে, যা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে আল্লাহর বাস্তব উপস্থিতি দর্শনে সক্ষম হয়। জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৪৪ঃ জূদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামে পরিচিত। তা হযরত নূহ (আঃ) এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এটি একটি পর্বতাংশের নাম। এর অপর নাম আরারাত পর্বত। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত নৌকা তুফানের মধ্যেই চলছিল। কা'বা শরীফের নিকট পৌছে ৭ বার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে। (মাঃ কোঃ)

٤٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ

৪৫। অনা-দা-নূহুর্ রব্বাহূ ফাক্ব-লা রব্বি ইন্নাব্নী মিন্ আহ্লী অইন্না অ'দাকাল্ হাক্ব্ক্ব

(৪৫) আর নূহ্ তার রবকে বলল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্র, আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এবং আপনার

وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَٰكِمِينَ ٤٦ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ

অ আন্তা আহ্কামুল্ হা-কিমীন্। ৪৬। ক্ব-লা ইয়া-নূহু ইন্নাহূ লাইসা মিন্ আহ্লিকা, ইন্নাহূ 'আমালুন্

ওয়াদা সত্য আর আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) (আল্লাহ) বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারের নয়। অবশ্যই

غَيْرُ صَٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ

গাইরু ছোয়া-লিহিন্, ফালা-তাস্য়াল্নি মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম্; ইন্নী ~ আ 'ইজুকা আন্ তাকূনা মিনাল্

সে অসৎকর্মশীল। সুতরাং যে বিষয়ে জান না, তা আমার কাছে চেয়ো না। আমি উপদেশ দিতেছি, এতে তুমি মূর্খে

ٱلْجَٰهِلِينَ ٤٧ قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ

জ্বা-হিলীন্। ৪৭। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী ~ আ'উযুবিকা আন্ আস্য়ালাকা মা-লাইসা লী বিহী 'ইল্ম্;

পরিণত হবে। (৪৭) বলল, হে আমার রব! আমি যা জানি না তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ٤٨ قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا

অ ইল্লা-তাগ্ফির্লী অতার্হাম্নী ~ আকুম্মিনাল্ খা-সিরীন্। ৪৮। ক্বীলা ইয়া-নূহুহ্ বিত্ব্ বিসালা-মিম্ মিন্না-

যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) বলা হল, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে শান্তি ও

وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا

অবারাকা-তিন্ 'আলাইকা অ'আলা ~ উমামিম্ মিম্মাম্ মা'আক্; অউমামুন্ সানুমাত্তি'উহুম্ ছুম্মা ইয়ামাস্সুহুম্ মিন্না-

কল্যাণ নিয়ে নাম, যা তোমার ও তোমার অনুসারীদের ওপর আছে। আর অন্যদলকে কিছুকাল ভোগ করতে দিব, পরে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٩ تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৪৯। তিল্কা মিন্ আম্বা —য়িল্ গাইবি নূহী হা ~ ইলাইকা, মা-কুন্তা তা'লামুহা ~

মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে। (৪৯) এটা অদৃশ্য সংবাদ যা আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করি। যা না তুমি জানতে,

أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ وَإِلَىٰ ع ১৪ ৪ রুকু

আন্তা অলা- ক্বওমুকা মিন্ ক্বব্লি হা-যা-; ফাছ্বির্; ইন্নাল্ 'আ-ক্বিবাতা লিল্মুত্তাক্বীন্। ৫০। অ ইলা-

আর না তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানত। সুতরাং ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (৫০) আমি আদ

عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ

'আ-দিন্ আখ-হুম্ হূদা-; ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহূ; ইন্ আন্তুম্

জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলল, কওম আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥١﴾ يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى

ইল্লা-মুফ্তারূন্। ৫১। ইয়া-ক্বওমি লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি আজ্বরা-; ইন্ আজ্ব্রিয়া ইল্লা-'আলাল্লাযী

তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। (৫১) হে আমার জাতীর লোকেরা! আমি এজন্য তোমাদের নিকট বিনিময় চাই না, স্রষ্টার কাছেই

فَطَرَنِى ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ

ফাত্বোয়ারানী; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৫২। অইয়া-ক্বওমিস্ তাগ্ফিরূ রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~ ইলাইহি ইয়ুর্সিলিস্

প্রতিদান চাই। তবে কি তোমরা বুঝ না? (৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর প্রতি রুজূ

ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾

সামা — য়া 'আলাইকুম্ মিদ্রা-রাঁও অ ইয়াযিদ্কুম্ ক্বুওয়্যাতান্ ইলা- ক্বুওয়্যাতিকুম্ অলা-তাতাওয়াল্লাও মুজ্রিমীন্।

হও, তোমাদেরকে আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি দিবেন, শক্তির উপর আরো শক্তি বাড়াবেন, অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

قَالُوا۟ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ ﴿٥٣﴾

৫৩। ক্বা-লূ ইয়া-হূদু মা- জ্বি'তানা- বিবাইয়্যিনাতিঁও অমা-নাহ্নু বিতা-রিকী ~ আ-লিহাতিনা-'আন্ ক্বওলিকা অমা-নাহ্নু

(৫৩) তারা বলল, হে হূদ! তুমি কোন স্পষ্ট প্রমাণ ১ তো আননি; তোমার কথায় আমাদের ইলাহকে ছাড়ব না; তোমাকে

لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ

লাকা বিমু''মিনীন্। ৫৪। ইন্না ক্বূলু ইল্লা'তারা-ক্ব বা'দু আ-লিহাতিনা-বিসূ — য়্; ক্ব-লা ইন্নী ~

বিশ্বাসও করি না। (৫৪) শুধু বলি যে, আমাদের কোন ইলাহ্ তোমাকে আঘাত করেছে; (হূদ) বলল, আমি আল্লাহকে

أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِى

উশ্হিদুল্লা-হা অশ্হাদূ ~ আন্নী বারী — য়ুম্ মিম্মা-তুশ্রিক্বূন্। ৫৫। মিন্ দূনিহী ফাকীদূনী

সাক্ষী করছি তোমরাও সাক্ষী থাক, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শিরক্ মুক্ত। (৫৫) আল্লাহ ছাড়া সবাই ষড়যন্ত্র কর,

جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٦﴾ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ

জ্বামী'আন্ ছুম্মা লা— তুন্জিরূন্। ৫৬। ইন্নী তাওয়াক্কাল্তু 'আলাল্লা-হি রব্বী অ রব্বিকুম্; মা-মিন্ দা — ব্বাতিন্

তারপর আমাকে অবকাশ দিও না। (৫৬) আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ওপর নির্ভর করি, এমন কোন প্রাণী

إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقَدْ

ইল্লা-হুঅ আ-খিযুম্ বিনা-ছিয়াতিহা-; ইন্না রব্বী 'আলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৫৭। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বদ

নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার রব সরল পথে রয়েছেন। (৫৭) অতঃপর তোমরা মুখ ফিরালেও যা নিয়ে

আয়াত-৫৪ঃ টীকা ঃ (১) এর অর্থ হল মু'জিযা। আর যে মু'জিযা দিয়ে তিনি তাঁর জাতির লোকদের ওপর স্বীয় প্রমাণ স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল, হযরত হূদ (আঃ) তাদের সকলকে বলেছিলেন, তোমরা সকলেই সম্মিলিতভাবে আমার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালাও, আর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না; তবুও দেখি তোমরা আমাকে কিছু করতে পার কি না। কিন্তু, তারা কিছুই করতে পারল না। এটাই তাঁর মু'জিযা। তদ্রূপ হযরত নূহ্ (আঃ) ও আপন কওমের ওপর দলীল পেশ করে উক্তরূপ বলেছিলেন যে, তোমরা সম্মিলিতভাবে আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পার কি না দেখ। তারা এতদসত্ত্বেও কিছু করতে না পারাই হল মু'জিযা। ঝড়-তুফান যা তাদের ওপর শাস্তিস্বরূপ হয়েছিল তা যদিও মু'জিযা ছিল, কিন্তু তাদের ওপর তা প্রমাণ স্থাপন করার মু'জিযা ছিল না। কারণ, তারপর যখন তারা জীবিতই রইল না, তবে তাদের ওপর প্রমাণ স্থাপন কি করে হবে? (ব. কো.)

أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

আব্লাগ্তুকুম্ মা ~ উর্সিল্তু বিহী ~ ইলাইকুম্; অইয়াস্তাখ্লিফু রব্বী ক্বওমান্ গইরাকুম্ অলা-

আমি প্রেরিত তা তো আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। আর আমার রব তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করবেন

تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا

তাদুর্রূনাহূ শাইয়া-; ইন্না রব্বী 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ হাফীজ্। ৫৮। অ লাম্মা-জ্বা — য়া আম্রুনা-নাজ্জাইনা-হূদাঁও

এবং তোমরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না, আমার রব সব কিছুর রক্ষাকারী। (৫৮) আর যখন আমার নির্দেশ আসল

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহ্মাতিম্ মিন্না-, অনাজ্জাইনা-হুম মিন্ 'আযা-বিন্ গলীজ্। ৫৯। অতিল্কা 'আ-দুন্

তখন আমি দয়া দিয়ে রক্ষা করেছি হূদ ও মু'মিনদেরকে এবং কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দিয়েছি। (৫৯) আর সেই আদ জাতি

جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا

জ্বাহাদূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ অ'আছোয়াও রুসুলাহূ অত্তাবা'উ ~ আম্রা কুল্লি জ্বাব্বা-রিন্ 'আনীদ্। ৬০। অউত্বি'উ

রবের আয়াত অস্বীকার ও রাসূলদের অমান্য করেছে, আর তারা পালন করেছে সকল স্বৈরাচারীর নির্দেশ। (৬০) আর এ

فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا

ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া-লা'নাতাঁও অ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; আলা ~ ইন্না 'আ-দান্ কাফারূ রব্বাহুম্; আলা-

দুনিয়ায়ও তাদেরকে লা'নতগ্রস্ত করা হল আর পরকালেও করা হবে। সাবধান! আদ জাতি রবকে অস্বীকার করেছে; ওহে!

بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ع ٥ ١١ ৫ রুকু ৫

বু'দাল্লি 'আ-দিন্ ক্বওমি হূদ্। ৬১। অ ইলা-ছামূদা আখা-হুম্ ছোয়া-লিহা-। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা

হুদ জাতি! আ'দের ধ্বংস। (৬১) ছামূদের কাছে তাদের ভাই ছালেহ্কে প্রেরণ করলাম বলল, হে জাতি। আল্লাহর দাসত্ব কর;

مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ওয়াক্বফে লাযেম

মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহ্; হুওয়া আন্শায়াকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি অস্তা'মারাকুম্ ফীহা ফাস্তাগ্ফিরূহু

তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। ওতে আবাস দিয়েছেন; তাঁর কাছেই ক্ষমা চাও;

ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا

ছুম্মা তূবূ ~ ইলাইহ্; ইন্না রব্বী ক্বারীবুম্ মুজ্বীব্। ৬২। ক্ব-লূ ইয়া-ছোয়া-লিহু ক্বদ্ কুন্তা ফীনা

রুজু হও! আমার রব নিকটেই আছেন, তিনি আবেদন মঞ্জুর করেন। (৬২) তারা বলল, হে ছালেহ্! ইতোপূর্বে তুমি ছিলে

مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ

মার্জুওয়ান্ ক্বব্লা হা-যা ~ আতান্হা-না ~ আন্ না'বুদা মা-ইয়া'বুদু আ-বা — য়ুনা- অ ইন্নানা-লাফী শাক্কীম্

আশাস্থল; তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ সে সবের উপাসনা করতে? যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করত? তোমার

مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٣﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي

মিম্মা-তাদ্‌উ'না ~ ইলাইহি মুরীব্। ৬৩। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্‌তু 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রব্বী
আহ্বানে আমরা অত্যন্ত সন্দেহে আছি। (৬৩) বলল, হে কাওম! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি রবের নিদর্শনের ওপর এবং তিনি

وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي

অ আ-তা-নী মিন্‌হু রাহ্‌মাতান্ ফামাইঁ ইয়ান্‌ছুরুনী মিনাল্লা-হি ইন্ 'আছোয়াইতুহূ ফামা-তাযীদূনানী
আমার উপর করুণা করলে যদি আমি অবাধ্য হই, তবে কে আমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তখন আমার ক্ষতিই

غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٤﴾ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ

গইরা তাখ্‌সীর্। ৬৪। অইয়া-ক্বওমি হা-যিহী না-ক্বতুল্লা-হি লাকুম্ আ-ইয়াতান্ ফাযারূহা-তাকুল্ ফী ~ আর্‌দ্বিল্লা-হি
বৃদ্ধি পাবে। (৬৪) হে আমার কওম! এটি আল্লাহর উষ্ট্রী ১, তোমাদের জন্য নিদর্শন, সুতরাং এটিকে যমীনে চরে খেতে

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٥﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي

অলা-তামাস্‌সূহা বিসূ — য়িন্ ফা ইয়া'' খুযাকুম্ 'আযা-বুন্ ক্বরীব্। ৬৫। ফা'আক্বরূহা- ফাক্ব-লা তামাত্তাউ' ফী
দাও। একে ধরো না অসদুদ্দেশে, অন্যথা আকস্মিক শাস্তি পাবে। (৬৫) কিন্তু তারা তাকে বধ করল; তারপর ছালেহ বলল,

دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا

দা-রিকুম্ ছালা-ছাতা আইয়্যা-ম্; যা-লিকা অ'দুন্ গইরু মাক্‌যূব্। ৬৬। ফালাম্মা-জা — য়া আম্‌রুনা- নাজ্জাইনা- ছোয়া-লিহাঁও
স্বগৃহে তিনদিন ভোগ কর; এটি মিথ্যা ওয়াদা নয়। (৬৬) আর যখন আমার নির্দেশ আসে তখন আমি স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহমাতিম্ মিন্না- অমিন্ খিয্‌য়ি ইয়াওমিয়িন্; ইন্না রব্বাকা হুওয়াল্ ক্বওয়িইয়ুল্
করলাম ঐ দিনের লাঞ্ছনা হতে ছালেহ ও তার সাথে যারা মু'মিন ছিল তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনার রবই-মহাশক্তিমান,

الْعَزِيزُ ﴿٦٧﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

'আযীয্। ৬৭। অ আখাযাল্লাযীনা জোয়ালামুছ্ ছোয়াইহাতু ফাআছ্‌বাহূ ফী দিয়া-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্।
বিজয়ী। (৬৭) বিকট ধ্বনি জালিমদেরকে পাকড়াও করল, তারা নিজেদের ঘরেই নতজানু হয়ে নিঃশেষ হল।

ع ৬ ৮ ৬ রুকু

﴿٦٨﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ

৬৮। কাআল লাম্ ইয়াগ্‌নাও ফীহা-; আলা ~ ইন্না ছামূদা কাফারূ রব্বাহুম্; আলা-বু'দাল্লি ছামূদ্। ৬৯। অ লাক্বদ্
(৬৮) যেন তাতে তারা কখনও বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদেরা রবের কুফরী করেছে, ওহে! ছামূদ জাতির ধ্বংসই ছিল তাদের পরিণতি। (৬৯) এবং

আয়াত-৬৪ ঃ টীকাঃ (১) তারা যেহেতু নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার আবেদন করেছিল। তাই তিনি বললেন, এই লও তোমাদের প্রার্থিত মু'জিয়া অনুসারে নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর এই উটনীটি, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হল। আল্লাহর উটনী এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন। তাদের মু'জিযা দর্শনের আবেদনে বলেছিল–আপনি আমাদের এই সম্মুখস্থ প্রস্তর হতে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করে দেখান দেখি। তখন হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন; আর অমনি তাদের প্রার্থিত উটনীই প্রস্তরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসল। আর উটনীটি তখনই অদ্রূপ একটি দেহধারী বাচ্চা প্রসব করল।
আয়াত-৬৫ঃ এটি আমার নবুওয়াতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এটির কিছু প্রাপ্য হক রয়েছে। তার একটি হল, একে স্বাধীনভাবে মাঠে বিচরণ করে চলে ফিরে খেতে দেয়া এবং পালাক্রমে পানি পান করতে দেয়া।

جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ

জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা ~ ইব্রা-হীমা বিল্বুশ্রা- ক্বা-লূ সালা-মা-; ক্বা-লা সালামুন্ ফামা-লাবিছা আন্
ইব্রাহীমের কাছে আমার দূতরা সুসংবাদসহ এসে বলল, 'সালাম,' সেও বলল, 'সালাম'। সে ভাঝা গো-বৎস

جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ

জ্বা — য়া বি'ইজ্ব্লিন্ হানীয্। ৭০। ফালাম্মা- রায়া ~ আই দিয়াহুম্ লা-তাছিলু ইলাইহি নাকিরহুম্ অ আওজ্বাসা
নিয়ে এল। (৭০) কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত ওতে যাচ্ছে না, তখন সে তাদরকে অপছন্দ করল এবং মনে মনে

مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧١﴾ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ

মিন্হুম্ খী ফাহ্; ক্বা-লূ লা-তাখাফ্ ইন্না ~ উর্সিল্না ~ ইলা-ক্বওমি লূত্ব্। ৭১। অম্রায়াতুহূ ক্বা — য়িমাতুন্
ভয় পেল। তারা বলল, ভয় নেই, আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১) (৭১) আর তার স্ত্রী সেখানে

فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ﴿٧٢﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ

ফাদ্বোয়াহিকাত্ ফাবাশ্শার্না-হা- বিইস্হা-ক্ব অমিঁও অর — য়ি ইস্হা-ক্ব ইয়া'কূব্।৭২। ক্বা-লাত্ ইয়া-অইলাতা ~
দাঁড়িয়েছিল, সে হাসল। আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে বলল, আশ্চর্য!

ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٣﴾ قَالُوٓا

আয়ালিদু অ আনা'আজ্বূ্য যুঁও অহা-যা-বা'লী শাইখা-; ইন্না হা-যা-লাশাইয়ুন্ 'আজ্বীব্। ৭৩। ক্বা-লূ ~
আমার সন্তান হবে? আমি তো বৃদ্ধা; আমার স্বামীও সম্পূর্ণ বৃদ্ধ; নিশ্চয়ই এটি এক আজব বিষয়! (৭৩) বলল,

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۖ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ

আতা'জ্বাবীনা মিন্ আম্রিল্লা-হি রাহ্মাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহূ 'আলাইকুম্ আহ্লাল বাইত্;ইন্নাহূ
আল্লাহর কাজে বিস্ময়? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর দয়া ও কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি অতি

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجٰدِلُنَا

হামীদুম্ মাজ্বীদ্। ৭৪। ফালাম্মা-যাহাবা 'আন্ ইব্রা-হীমার্ রাওউ' অজ্বা — য়াত্হুল্ বুশ্রা-ইয়ুজ্বা-দিলুনা-
প্রশংসিত, সম্মানিত। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীমের মন থেকে ভয় দূর হয়ে তার কাছে সুসংবাদ পৌছিল, তখন সে লূতের কওমের ব্যাপারে আমার

فِى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّٰهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٦﴾ يٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَآ ۖ

ফী ক্বওমি লূত্ব্। ৭৫। ইন্না ইব্রা-হীমা লাহালীমুন্ আওয়্যা-হুম্ মুনীব্। ৭৬। ইয়া ~ ইব্রা-হীমু আ'রিদ্ব 'আন হা-যা-,
সাথে বাদানুবাদ শুরু করল।(৭৫) নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল ধৈর্যশীল, কোমল প্রাণ ও বিনয়ী। (৭৬) হে ইব্রাহীম! এ হতে বিরত হও।

إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٧﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ

ইন্নাহূ ক্বদ্ জ্বা — য়া আম্রু রব্বিকা, অ ইন্নাহুম্ আ-তীহিম্ 'আযা-বুন্ গইরু মার্দূদ্। ৭৭। অলাম্মা-জ্বা — য়াত্
তোমার রবের আদেশ এসে গেছে। নিশ্চয়ই তাদের ওপর এক অনিবার্য শাস্তি আসবে। (৭৭) তারপর যখন

رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٨﴾ وَجَآءَهُۥ

রুসুলুনা- লূ-ত্বোয়ান্ সী — য়া বিহিম্ অদ্বোয়া-ক্ব বিহিম্ যার্'আঁও অক্ব -লা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আছীব্। ৭৮। অজ্বা — য়াহূ
আমার প্রেরিত দূত লূতের কাছে আসে তখন সে তাদের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিজকে অসমর্থ্য ভেবে বলল এটি অত্যন্ত সংকটময় দিন। (৭৮) আর তাঁর সম্প্রদায়ের

قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ

ক্বওমুহূ ইয়ুহ্‌রা'উনা ইলাইহ্; অমিন্ ক্বব্লু কা-নূ ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিয়া-ত্; ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি
লোকেরা তাঁর কাছে দৌড়িয়ে আসল, পূর্ব থেকেই তারা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এরা

هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ

হা —উলা —য়ি বানা-তীহুন্না আত্ব্‌হারু লাকুম্ ফাত্তাক্বুল্লা-হা অলা-তুখ্‌যূনি ফী দ্বোয়াইফী;
আমার কন্যা, তোমাদের জন্য পবিত্র। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। মেহমানদের মাঝে আমাকে লজ্জা দিও না।

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ

আলাইসা মিন্‌কুম্ রাজুলুর্ রশীদ্। ৭৯। ক্ব-লূ লাক্বদ্ 'আলিম্‌তা মা-লানা- ফী বানা-তিকা মিন্ হাক্ব্ক্বিন্
তোমাদের মধ্যে কি কোন সৎলোক নেই? (৭৯) তারা বলল, তুমি তো জান, তোমার কন্যা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٨٠﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۞

অইন্নাকা লাতা'লামু মা-নুরীদ্। ৮০। ক্ব-লা লাও আন্না লীবিকুম্ ক্বুওয়্যাতান্ আও আ-ওয়ী ~ ইলা-রুক্‌নিন্ শাদীদ্।
আর তুমি জান যা আমরা চাই। (৮০) বলল, আমার শক্তি থাকলে বা কোন শক্তিশালী আশ্রয় পেলে কতই না উত্তম হত!

﴿٨١﴾ قَالُوا۟ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا۟ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ

৮১। ক্বালূ ইয়া-লূতু ইন্না- রুসুলু রব্বিকা লাই ইয়াছিলূ ~ ইলাইকা ফাআস্‌রি বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব্'ই'ম্ মিনাল
(৮১) ফেরেশতারা বলল, হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত, তারা তোমারে নিকট কখনও পৌছতে পারবে না, সুতরাং

ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ

লাইলি অলা-ইয়াল্‌তাফিত্ মিন্‌কুম্ আহাদুন্ ইল্লা ম্‌রয়াতাক্; ইন্নাহূ মুছীবুহা-মা ~ আছোয়া-বাহুম্;
রাতের কোন অংশে তোমার স্ত্রী ছাড়া কেউ পিছনে তাকাবে না, তাদের যা ঘটবে তার উপরও তা ঘটবে।

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا

ইন্না মাও ই'দাহুমু ছ্ছুব্‌হু; আলাইসাস্ ছুব্‌হু বিক্বরীব্। ৮২। ফালাম্মা- জ্বা — য়া আম্‌রুনা- জ্বা'আল্‌না-
প্রভাতই তাদের আযাবের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমার আদেশ

عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٣﴾ مُّسَوَّمَةً

'আ-লিয়াহা-সা-ফিলাহা-অ আম্‌ত্বোয়ার্‌না-'আলাইহা- হিজ্বা-রাতাম্ মিন্ সিজ্জীলিম্ মান্‌দ্বূদ্। ৮৩ মুসাওঅমাতান্
আসল, তখন জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম, তাদের ওপর অনর্গল প্রস্তর, কঙ্কর বর্ষন করলাম। (৮৩) তোমার রবের

عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ ع ৭ ১৫ ৭ রুকু

'ইন্দা রব্বিক্; অমা-হিয়া মিনাজ্জোয়া-লিমীনা বিবা'ঈদ। ৮৪। অ ইলা-মাদ্ইয়ানা আখ-হুম্ শু'আইবা-;

কাছে চিহ্নিত ছিল। তা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়। (৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ● অর্ধাংশ

ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহু; অলা-তান্‌ক্বুছুল্ মিক্ইয়া-লা অল্‌মীযা-না

বলল, হে জাতি! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম

إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٥﴾ وَيَا قَوْمِ

ইন্নী ~ আর-কুম্ বিখইরিঁও অইন্নী ~ আখ-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিম্ মুহীত্ব। ৮৫। অইয়া-ক্বওমি

দিও না; আমি তো তোমাদেরকে সচ্ছল দেখি। আমি এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি। (৮৫) হে আমার সম্প্রদায়ের

أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

আওফুল্ মিক্ইয়া-লা অল্‌মীযা-না বিল্‌কিস্‌ত্বি অলা-তাব্ খাসুন্না-সা আশ্ইয়া — য়া হুম্ অলা-

লোকেরা! তোমরা যখন মাপ ও ওজন দিবে, তখন যথার্থভাবে দিবে, লোকদেরকে প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না, যমীনে বিপর্যয়

تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا

ত্বা'ছাও ফীল্ আরদ্বি মুফ্‌সিদীন্। ৮৬। বাক্বিইয়াতুল্লা-হি খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীনা, অমা ~

সৃষ্টি করে সীমা অতিক্রম করো না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মু'মিন হও।

أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٧﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا

আনা 'আলাইকুম্ বিহাফীজ্। ৮৭। ক্বা-লূ ইয়া-শু'আইবু আ ছলা-তুকা তা''মুরুকা আন্ নাত্‌রুকা মা-

আর আমি তোমাদের দারোগা নই। (৮৭) তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ করে যে, আমরা

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ

ইয়া'বুদু আ-বা — য়ুনা ~ আও আন্নাফ্'আলা ফী ~ আম্‌ওয়া-লিনা- মা-নাশা — য়্; ইন্নাকা লাআন্‌তাল্ হালীমুর্

পরিত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করত বা আমাদের সম্পদে আমাদের ইচ্ছামত খরচ না করা? তুমি তো

الرَّشِيدُ ﴿٨٨﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي

রশীদ্। ৮৮। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্‌তু 'আলা-বাইয়িনাতিম্ মির্ রব্বী অরযাক্বানী

ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান। (৮৮) বলল, হে আমার জাতি! বলত যদি আমি রবের প্রমাণের ওপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا

মিনহু রিয্‌ক্বন্ হাসানা-; অমা ~ উরীদু আন্ উখা-লিফাকুম্ ইলা- মা ~ আন্‌হা-কুম্ 'আন্‌হু; ইন্ উরীদু ইল্লাল্

উত্তম রিযিক দেন আমি চাইব না যে, আমি যা নিষেধ করছি, তার উল্টো আমি নিজেই করি। আমি আমার সাধ্যমত

الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

ইছ্লা-হা মাস্ তাত্বোয়া'তু অমা-তাওফীক্বী ~ ইল্লা- বিল্লা-হ্; 'আলাইহি তাঅক্কাল্তু অ ইলাইহি
তোমাদের সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর কাছেই তাওফীক চাই। তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তারই কাছে

أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ

উনীব্। ৮৯। অ ইয়া-ক্বওমি লা-ইয়াজ্বিরিমান্নাকুম্ শিক্ব-ক্বী ~ আইঁ ইয়ুছীবাকুম্ মিছ্লু মা ~ আছোয়া-বা ক্বওমা
রুজু। (৮৯) আর হে জাতি! আমার বিরুদ্ধাচরণ তোমাদেরকে যেন অপরাধী না করে, তোমাদের ওপর

نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا

নূহিন্ আও ক্বওমা হূদিন্ আও ক্বওমা ছোয়া-লিহ্; অমা-ক্বওমু লূত্বিম্ মিন্কুম্ বিবা'ঈদ্। ৯০। অস্তাগ্ফিরূ
নূহের বা হূদের বা ছালেহের কওমের মত বিপদ আসতে পারে আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। (৯০) আর

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا

রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~ইলাইহ্; ইন্না রব্বী রাহীমুঁও অদূদ্। ৯১। ক্ব-লূ ইয়া শু'আইবু মা-নাফ্ক্বহু কাছীরাঁম্
রবের কাছে ক্ষমা চাও। তাঁর প্রতি রুজু হও। নিশ্চয়ই আমার রব দয়ালু, প্রেমময়। (৯১) তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার

مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ

মিম্মা-তাক্বূলু অ ইন্না-লানারা-কা-ফীনা-দ্বোয়া'ঈফান্, অলাওলা-রাহ্ত্বুকা লারাজ্বাম্না-কা অমা ~ আন্তা
অধিকাংশ কথাই আমরা বুঝি না, তোমাকে দুর্বল দেখছি। পরিজনবর্গ না থাকলে তোমাকে আমরা পাথর মারতাম। তুমি

عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ

'আলাইনা বি'আযীয্। ৯২। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি আরহ্ত্বী ~ আ 'আয্যু 'আলাইকুম্ মিনাল্লা-হ্; অত্তাখায্তুমূহু
শক্তিশালী নও। (৯২) বলল, হে জাতি! আল্লাহর চেয়ে পরিজনই কি তোমাদের কাছে মর্যাদাবান? আর তোমরা তাকে

وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ

অরা—য়াকুম্ জিহ্রিয়্যা-;ইন্না রব্বী বিমা- তা'মালূনা মুহীত্ব। ৯৩। অইয়া-ক্বওমি'মালূ 'আলা-
পূর্ণ পিছনে রেখে দিলে। নিশ্চয়ই আমার রব তোমাদের কর্ম বেষ্টন করে আছেন। (৯৩) হে আমার জাতি! স্ব-স্ব

مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ

মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী 'আ-মিল্; সাওফা তা'লামূনা মাইঁ ইয়া''তী হি 'আযা-বুঁই ইয়ুখ্যীহি অমান্
স্থানে থেকে কাজ কর। আমিও করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি হয় আর কে মিথ্যাবাদী।

هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا

হুঅ কা-যিব্; অর্তাক্বিবূ ~ ইন্নী মা'আকুম্ রক্বীব্। ৯৪। অলাম্মা-জ্বা — য়া আম্রুনা- নাজ্জ্বাইনা- শু'আইবাঁও
অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় আছি। (৯৪) আর যখন আমার আল্লাহ্র আদেশ আসল, শুয়াইব ও তার

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহ্মাতিম্ মিন্না-অআখযাতিল্লাযীনা জোয়ালামুছ্ ছোয়াইহাতু ফাআছ্বাহূ

সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে স্বীয় করুণায় মুক্তি দিলাম; জালিমদেরকে বিকট ধ্বনি পাকড়াও করল। তারা স্বগৃহে উপুড়

فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

ফী দিয়া- রিহিম্ জ্বা-সিমীন্। ৯৫। কাআল্লাম্ ইয়াগ্নাও ফীহা-; আলা-বু'দা ল্লিমাদ্ইয়ানা কামা- বা'ইদাত্ ছামূদ্।

হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন ওতে তারা ছিল কখনও না। ওহে! মাদইয়ানবাসীদের ওপর অভিশাপ যেমন ছামূদ জাতির উপর ছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

৯৬। অলাক্বদ্ আর্সাল্না- মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- অ সুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৯৭। ইলা-ফির্'আউনা অ মালায়িহী

(৯৬) আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করলাম। (৯৭) ফেরাউন ও তার সভাসদের কাছে।

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ফাত্তাবা'উ ~ আম্রা ফির্'আউনা, অমা ~ আম্রু ফির্'আউনা বিরশীদ্। ৯৮। ইয়াক্বদুমু ক্বওমাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি

কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশ মানল অথচ তার আদেশ সঠিক ছিল না। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ কওমের

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ

ফাআওরাদা হুমুন্না-র্; অবি''সাল্ ওয়ির্দুল্ মাওরূদ্। ৯৯। অউত্বি'উ ফী হা-যিহী লা'নাতাঁও অ ইয়াওমাল্

আগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে অগ্নিতে ঢুকবে। ঐ প্রবেশস্থান কত নিকৃষ্টস্থান। (৯৯) ইহ-পরকালে এরা লা'নতগ্রস্ত।

الْقِيَامَةِ ۗ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

ক্বিয়া-মাহ্; বি'সার্ রিফ্দুল্ মার্ফূদ্। ১০০। যা-লিকা মিন্ আম্বা — য়িল্ ক্বুরা- নাক্বুছ্ছুহূ 'আলাইকা মিন্হা-

প্রাপ্ত দান কতই না মন্দ। (১০০) এটি সেই জনপদের খবর, যা তোমায় বর্ণনা করছি, যার কিছু এখনও বিদ্যমান

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

ক্বা — য়িমুঁও অহাছীদ্। ১০১। অমা-জলাম্না-হুম্ অলা-কিন্ জলামূ ~ আন্ফুসাহুম্ ফামা ~ আগ্নাত্ 'আন্হুম্

এবং কোন কিছু নির্মূল। (১০১) তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেদের ওপর নিজেরা জুলুম করেছে। রবের আদেশ

آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا

আ-লিহাতুহুমুল্লাতী ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি মিন্ শাইয়িল্ লাম্মা- জ্বা — য়া আম্রু রব্বিক্; অমা-

আসার পর তাদের সেসব উপাস্যরা তাদের কোন কাজে আসেনি যাদের পূজা তারা করত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা

زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ

যা-দূহুম্ গইরা তাত্বীব্। ১০২। অ কাযা-লিকা আখ্যু রব্বিকা ইযা ~ আখযাল্ ক্বুরা-অহিয়া

আপন ক্ষতিই বৃদ্ধি করল। (১০২) আর এরূপই আপনার রবের ধরা। কোন জনপদ অত্যাচারী হলে তিনি

ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ

জোয়া-লিমাহ্; ইন্না আখ্যাহূ ~ আলীমুন্ শাদীদ্। ১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া তাল্লিমান্ খা-ফা 'আযা-বাল্
তাদের ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর ধরা বড়ই কঠিন। (১০৩) আর যে পরকালের আযাবকে ভয় করে তাতে তার জন্য

ٱلْءَاخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٤﴾ وَمَا

আ-খিরাহ্; যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাজ্ব্মূউ'ল্ লাহুন্না-সু অ যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাশ্হূদ্। ১০৪। অমা-
নিদর্শন আছে, এটা সে দিন যে দিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে; আর সেদিন সকলের উপস্থিতির দিন। (১০৪) আর

نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ

নুওয়াখ্খিরুহূ ~ ইল্লা-লিআজ্বালিম্ মা'দূদ্। ১০৫। ইয়াওমা ইয়া''তি লা-তাকাল্লামু নাফ্সুন্ ইল্লা-বিইয্নিহী
আমি ওকে বিলম্বিত করছি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই। (১০৫) ঐদিন আসলে কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলবে না।

فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٦﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ

ফামিন্হুম্ শাক্বিইয়ুওঁ অসাঈ'দ্। ১০৬। ফাআম্মাল্লাযীনা শাক্বূ ফাফিন্না-রি লাহুম্ ফীহা- যাফীরুঁও অ
তাদের মধ্যে কেউ হতভাগা আর কেউ ভাগ্যবান। (১০৬) অতঃপর যারা হতভাগা তারা দোযখে যাবে, তাতে তাদের চিৎকার ও

شَهِيقٌ ﴿١٠٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ

শাহীক্ব্। ১০৭। খলিদীনা ফীহা- মা-দা-মাতিস্ সামাঅতু অল্ আর্দ্ব্ ইল্লা- মা-শা — য়া রব্বুক্; ইন্না
আর্তনাদ হতে থাকবে। (১০৭) যতদিন আসমান-যমীন থাকবে তারা সেথায় থাকবে; যদি না তাদের রব অন্য ইচ্ছা করেন,

رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

রব্বাকা ফা'আ-লুল্লিমা-ইয়ুরীদ্। ১০৮। অ আম্মাল্লাযীনা সুই'দূ ফাফীল্ জ্বান্নাতি খ-লিদীনা ফীহা- মা-দা-মাতিস্
আপনার রব ইচ্ছে মতই করেন।(১০৮) আর যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে আসমান-যমীনের

ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٩﴾ فَلَا تَكُ فِى

সামাঅতু অল্ আর্দ্ব্ ইল্লা-মা-শা — য়া রব্বুক্; 'আত্বোয়া — য়ান্ গাইরা মাজ্ব্যূয্। ১০৯। ফালা-তাকু ফী
স্থিতিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে যদি না তাদের রব অন্য ইচ্ছা করেন; তাঁর এ দান অফুরন্ত, নিরবচ্ছিন্ন। (১০৯) সুতরাং তাদের

مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ

মির্ইয়াতিম্ মিম্মা-ইয়া'বুদু হা ~ য়ুলা — য়; মা- ইয়া'বুদূনা ইল্লা-কামা- ইয়া'বুদূ আ-বা — য়ু হুম্ মিন্ ক্বাব্ল্;
উপাস্যের ব্যাপারে তুমি সন্দেহে পতিত হয়ো না, তারা তো তাদের পিতৃপুরুষের উপাসনার ন্যায় উপাসনা করছে;

আয়াত-১০৩ঃ উপদেশ লাভের পদ্ধতি হল, ইহকাল চূড়ান্ত কর্মফল ভোগের স্থান নয়, তথাপি এখানকার শাস্তি যখন এত কঠিন তখন কর্মফল ভোগের স্থান পরকালের শাস্তি যে আরও কঠিন হবে এতে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও নেই। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০৬ ঃ যখন কারো নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করা হবে তখন সে কথা বলতে পারবে। তার বক্তব্য গ্রহণ হোক বা না হোক। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০৮ ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, দুর্ভাগ্য কবলিত কাফেররা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অন্য কোন ইচ্ছা হলে ভিন্ন কথা। তবে তিনি যে কাফেরদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ইচ্ছা করবেন না, এটি নিশ্চিত সত্য। কাজেই জাহান্নাম হতে বের হওয়া কাফেরদের ভাগ্যে কখনও জুটবে না। (বাঃ কোঃ)

৭ ع ১৪ ৯ রুকু

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١١٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

অ ইন্না- লামুঅফ্‌ফূহুম্ নাছীবাহুম্ গইর মান্‌কূছ্। ১১০। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রাপ্য পুরো দিব, সামান্যতমও কম নয়। (১১০) আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম,

فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ

ফাখ্‌তুলিফা ফীহ্; অলাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্ রব্বিকা লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাহুম্ লাফী শাক্কিম্

তারপর ওতেও মতভেদ করা হল। রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে ওদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হত, তারা ওতে অবশ্যই সন্দেহের

مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١١﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

মিন্‌হু মুরীব্। ১১১। অইন্না কুল্লাল্লাম্মা- লাইয়ুঅ ফ্‌ফিয়ান্নাহুম্ রব্বুকা আ'মা-লাহুম্; ইন্নাহূ বিমা-ইয়া'মালূনা

মধ্যে ছিল। (১১১) আর যখন সময় আসবে তখন আপনার রব সবাইকে কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। তিনি তাদের কর্মের খবর

خَبِيرٌ ﴿١١٢﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

খবীর্। ১১২। ফাস্‌তাক্বিম্ কামা ~ উমির্‌তা অমান্ তা-বা মা'আকা অলা-তাত্ব্‌গও; ইন্নাহূ বিমা-তা'মালূনা

রাখেন। (১১২) সুতরাং আপনি ও সাথী তওবাকারীদের আদেশানুযায়ী স্থির থাকুন, সীমালংঘন করবেন না; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের

بَصِيرٌ ﴿١١٣﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

বাছীর্। ১১৩। অলা-তার্‌কানূ ~ ইলা ল্লাযীনা জোয়ালামূ ফাতামাস্‌সাকুমুন্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি

কর্মের সম্যক দ্রষ্টা।(১১৩) আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকো না, ঝুঁকলে জাহান্নামের অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে।

مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٤﴾ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ

মিন্ আউলিয়া — য়া ছুম্মা লা- তুন্‌ছোয়ারূন্। ১১৪। অআক্বিমিছ্ ছলা-তা ত্বোয়ারাফায়িন্নাহা-রি অযুলাফাম্ মিনাল্

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই, সাহায্যও পাবে না। (১১৪) নামায কায়েম করবে দিনের দু প্রান্তে ও রাতের একাংশে;

اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٥﴾ وَاصْبِرْ

লাইল্; ইন্নাল্ হাসানা-তি ইয়ুয্‌হিব্‌নাস্ সাইয়িয়া-ত্; যা-লিকা যিক্‌র-লিয্‌যা-কিরীন্। ১১৫। অছ্‌বির্

পূণ্য অবশ্যই পাপকে মিটায়; এটি একটি উপদেশ, যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য। (১১৫) ধৈর্য অবলম্বন কর,

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٦﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ

ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উআজ্‌রাল্ মুহ্‌সিনীন্। ১১৬। ফালাওলা কা-না মিনাল্ ক্বুরূনি মিন্ ক্বব্‌লিকুম্

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের শ্রমের ফল বিনষ্ট করেন না। (১১৬) তোমাদের পূর্বযুগে যাদের রক্ষা করেছিলাম, তাদের সাথে

أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ

উলূবাক্বিয়াতিঁ ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ ফাসা-দি ফীল্ আরদ্বি ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিম্মান্ আন্‌জ্বাইনা-মিনহুম্

অবস্থানকারী গুটিকতক ছাড়া এমন কোন সৎকর্মশীল ছিল না যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে বাধা প্রদান করত;

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٧﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

অত্তাবা'আ ল্লাযীনা জোয়ালামূ মা ~ উত্‌রিফূ ফীহি অ কা-নূ মুজ্‌রিমীন্। ১১৭। অমা-কা-না রব্বুকা

বরং জালিমরা তো যাতে আরাম-আয়েশ পেত তারই অণুসরণ করত; ওরাই অপরাধী। (১১৭) আপনার রব জনপদ

لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

লিইয়ুহ্‌লিকাল্ কু্রা বিজুল্‌মিঁও অআহ্‌লুহা-মুছ্‌লিহূন্। ১১৮। অলাও শা — য়া রব্বুকা লাজ্বা'আলান্না-সা উম্মাতাঁও

ধ্বংস করার নয়, অথচ যার অধিবাসীরা নেককার। (১১৮) আপনার রব ইচ্ছা করলে সবাইকে এক জাতি করতেন,

وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٩﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ

ওয়া-হিদাতাঁও অলা-ইয়াযা-লূনা মুখ্‌তালিফীন্। ১১৯। ইল্লা-মার্ রহিমা রব্বুক্; অলিযা-লিকা খলাক্বহুম্; অ তাম্মাত্

তবে তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। (১১৯) রবের দয়া যার প্রতি সে নয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি

كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٠﴾ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ

কালিমাতু রব্বিকা লাআম্‌লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি অন্না-সি আজ্‌মা'ঈন্। ১২০। অকুল্লান্ নাকু্ছ্ছু 'আলাইকা

করেছেন; আপনার রবের কথা পূর্ণ হবেই যে;"জিন ও মানুষ দ্বারা আমি অবশ্যই পূর্ণ করব জাহান্নামকে"।(১২০) আমি রাসূলদের

مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ

মিন্ আম্‌বা — য়ির্ রুসুলি মা-নুছাব্বিতু বিহী ফুয়াদাকা, অজ্বা — য়াকা ফী হা- যিহিল্ হাক্ব্কু অমাও 'ইজোয়াতুঁও

ঐসব বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্দারা আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য এসেছে,

وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا

অযিক্‌রা- লিল্‌মু''মিনীন্। ১২১। অক্বু্ল্ লিল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা' মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্; ইন্না-

উপদেশ ও স্মরণীয় মু'মিনদের জন্য। (১২১) আর আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, স্ব-স্ব স্থানে থেকে কাজ কর, আমরাও

عَامِلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَانتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আমিলূন্। ১২২। অন্‌তাজিরূ ইন্না মুন্‌তাজিরূন্। ১২৩। অলিল্লা-হি গইবুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি

কাজ করি। (১২২) প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করি। (১২৩) আসমান-যমীনের অদৃশ্য বিষয় এবং আল্লাহর দিকেই

১০ ع ১৪ ১০ রুকূ

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

অ ইলাইহি ইয়ুর্‌জ্বা'উল্ আম্‌রু কুল্লুহূ ফা'বুদ্‌হু অতাঅক্কাল্ 'আলাইহি অমা-রব্বুকা বিগ-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্।

প্রত্যাবর্তিত হবে সকল কিছু। তাঁরই দাসত্ব করে, এবং তারই ভরসা করে। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমার রব অনবহিত নন।

আয়াত-১১৭ ঃ অত্র আয়াতের সারমর্ম হল, যে সকল জাতিকে ধ্বংস করা হয় তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অন্যায় আচরণই তাদের উপর দুনিয়ায় আযাব অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১১৮ ঃ আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হলো-নবীদের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে দ্বীন ও মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে যেই মতবিরোধ ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা মোটেই নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের খেলাপ নয়। বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর এবং আল্লাহর রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকীহদের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীনদের আ'মলের খেলাপ। (মাঃ কোঃ)

সূরা ইউসুফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا

১। আলিফ্ লা — ম্ র-, তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্। ২। ইন্না ~ আন্‌যালনা-হু কু্রআ-নান্ 'আরাবিয়্যাল্
(১) আলিফ লা-ম রা-; নিশ্চয়ই এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) নিশ্চয়ই আমি একে নাযিল করেছি কোরআনরূপে

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ৩। নাহ্নু নাক্বুছ্ছু 'আলাইকা আহ্‌সানাল্ ক্বাছোয়াছি বিমা ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা হা-যাল্
আরবীতে, যেন তোমরা বুঝ। (৩) আমি আপনার কাছে এক অতি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহী যোগে এ কোরআন

الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ

কু্রআ-না অইন্ কুন্‌তা মিন্ ক্বাব্‌লিহী লামিনাল্ গ-ফিলীন্। ৪। ইয্ ক্ব-লা ইয়ূসুফু লিআবীহি ইয়া ~ আবাতি
প্রেরণ করে; যদিও ইতোপূর্বে আপনি এ ব্যাপারে জানতেন না।(৪) স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল, হে

اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤

ইন্নি-রয়াইতু আহাদা আশারা কাওকাবাঁও অশ্‌শাম্‌সা অল্ কুমারা রায়াইতুহুম্ লী সা-জ্বিদীন্।
আমার পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র। আমি তাদেরকে দেখেছি সেজদারত অবস্থায়।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ

৫। ক্বা-লা ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তাক্বছুছ্ রু'ইয়া-কা 'আলা ~ ইখ্‌ওয়াতিকা ফাইয়াকীদূ লাকা কাইদা-; ইন্নাশ্
(৫) (পিতা) বলল, হে পুত্র! তোমার ভাইদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিও না; তারা ষড়যন্ত্র করবে তোমার বিরুদ্ধে। নিশ্চয়

الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ

শাইত্বোয়া-না লিল্‌ইন্‌সা-নি আ'দুওয়ুম্ মুবীন্। ৬। অকাযা-লিকা ইয়াজ্‌তাবীকা রব্বুকা অইয়ু'আল্লিমুকা মিন্
শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) তোমার রব এ'ভাবেই তোমাকে মনোনীত করবেন; এবং তোমাকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা;

تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى

তা'ওয়ীলিল্ আহা-দীছি অইয়ুতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকা অ'আলা ~ আ-লি ইয়া'কূ্বা কামা ~ আতাম্মাহা 'আলা~
শেখাবেন, তোমার ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন; যেমন তিনি ইতোপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ

শানেনুযূল ঃ সূরা ইউসুফ- জালালুদ্দীন সুয়তী হতে বর্ণিত আছে, একদা ছাহাবারা রাসূল (ছঃ)-কে কোন কাহিনী শুনাতে বললে সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এ জন্য সূরাটি একাধারে সম্পূর্ণ বৃত্তান্তের সাথে পরিপূর্ণ (রূহুল মা'আনী)। মুফাস্সিরদের মতে, অত্র সূরা ইহুদীদের প্রশ্নানুসারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলে পাঠাল, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানরা মিসরে কেন গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের সাথে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনি কেনানের বাসিন্দা হয়ে মিসরে কিরূপে পৌঁছলেন ইত্যাদি বৃত্তান্তসমূহ। ইহুদীরা ভেবেছিল আহলে কিতাবের ঐতিহাসিকরা ছাড়া অজ্ঞ লোকেরা বিশেষতঃ মক্কাবাসীরা এ ব্যাপারে ঘুর্ণাক্ষরেও জানত না; সুতরাং তিনি বলতে পারবেন না। অনন্তর মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট উক্ত প্রশ্ন করে বসল, তখন এ সূরাটি নাযিল হয়। ইহুদীরা তাঁর মুখে ঐ ঘটনার বিবরণ শুনে অবাক হয়ে গেল এবং মনে মনে তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাস হল। কিন্তু তারা মুখে স্বীকার করার পাত্রই তো ছিল না।

১ ع ৬ ১১ রুকু

أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾ لَّقَدْ كَانَ فِى

আবাওয়াইকা মিন্ ক্বাব্লু ইব্রা-হীমা অইসহা-ক্ব; ইন্না রব্বাকা 'আলীমুন্ হাকীম্। ৭। লাক্বদ্ কা-না ফী

ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব তো জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী। (৭) ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের

يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ﴿٨﴾ إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ

ইয়ূসুফা অ ইখ্অতিহী ~ আ-ইয়া-তুল্ লিস্সা — য়িলীন্। ৮। ইয্ ক্ব-লূ লাইয়ূসুফু অআখূহু আহাব্বু ইলা ~

মধ্যে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন আছে। (৮) তারা (ভাইয়েরা) বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই পিতার নিকট বেশি

أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾ ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ

আবীনা মিন্না—অনাহ্নু 'উছ্বাহ্; ইন্না আবা-না- লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৯। নিক্ব্তুলূ ইয়ূসুফা আওয়িত্ব্

প্রিয়। অথচ আমরা একই দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছেন। (৯) ইউসুফকে হত্যা কর নতুবা

ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ☆

রাহূহু আর্দ্বোয়াই ইয়াখ্লু লাকুম্ অজ্হু আবীকুম্ অতাকূনূ মিম্ বা'দিহী ক্বওমান্ ছোয়া-লিহীন্।

যমীনে ফেলে দাও, ফলে পিতার স্নেহ দৃষ্টি তোমাদের দিকেই পড়বে এবং এরপর তোমরা ভাল বিবেচিত হবে।

﴿١٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ

১০। ক্ব-লা ক্ব—য়িলুম্ মিন্হুম্ লা-তাক্ব্তুলূ ইয়ূসুফা অ আল্ক্বূহু ফী গইয়া-বাতিল্ জুব্বি ইয়াল্তাক্বিত্ব্হু বা'দুস

(১০) তাদের একজন বলল, ইউসুফকে কিছু করতে চাইলে তাকে হত্যা না করে কূপে নিক্ষেপ কর, যাতে যাত্রীদের কেউ

ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١١﴾ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ

সাইয়্যা-রতি ইন্ কুন্তুম্ ফা-ইলীন্। ১১। ক্ব-লূ ইয়া ~ আবা-না- মা-লাকা লা-তা''মান্না- 'আলা-ইয়ূসুফা অইন্না- লাহূ

তুলে নিয়ে যায়। (১১) বলল, হে পিতা! আপনার কি হয়েছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা

لَنَٰصِحُونَ ﴿١٢﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنِّى

লানা-সিহূন্। ১২। আর্সিল্হু মা'আনা-গদাঁই ইয়ারতা' অইয়াল্'আব্ অইন্না-লাহূ লাহা-ফিজূন্। ১৩। ক্ব-লা ইন্নী

তার হিতাকাংখী। (১২) আপনি তাকে কাল আমাদের সাথে দিবেন, সে বিচরণ করবে ও খেলবে, আর আমরা হিফাযতকারী। (১৩) বলল,

لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ

লাইয়াহ্যুনুনী ~ আন্ তায্হাবূ বিহী অআখ-ফু আইঁইয়া''কুলাহুয্ যি''বু অআন্তুম্ 'আনহু

তোমরা তাকে নিলে আমি চিন্তিত থাকব; আমি আশংক করছি যে, তোমরা অমনোযাগী হলে তাকে কোন নেকড়ে বাঘ

غَٰفِلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٥﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ

গাফিলূন্। ১৪। ক্ব-লূ লায়িন আকালাহুয্ যি''বু অনাহ্নু 'উছ্বাতুন্ ইন্না ~ ইযা ল্লাখ-সিরূন্। ১৫। ফালাম্মা-যাহাবূ বিহী-

খেয়ে ফেলে। (১৪) তারা বলল, আমরা সুসংহত একটি দল, তাকে নেকড়ে খেলে আমরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১৫) অতঃপর তারা

وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم

অ আজ্ব্ মাউ' ~ আইঁ ইয়াজ্ব 'আলূহু ফী গইয়া-বাতিল্ জ্বু ব্বি অ আওহাইনা ~ ইলাইহি লাতুনাব্বিয়ান্নাহুম্
যখন তাকে নিয়ে গভীর কূপে নিক্ষেপে একমত হল, তখন আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে, (পরে) একদিন তুমি অবশ্যই এটা জানিয়ে

بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا۟

বিআম্‌রিহিম্ হা-যা- অ হুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১৬। অজ্বা — য়ূ ~ আবা-হুম্ 'ইশা — য়াঁই ইয়াব্‌কূন্। ১৭। ক্বা-লূ
দিবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) রাতে তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে আসল। (১৭) বলল, হে আমার

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ

ইয়া ~ আবা—না ~ইন্না-যাহাব্‌না-নাস্‌তাবিকু, অতারাক্‌না-ইয়ূসুফা 'ইনদা মাতা-'ইনা-ফাআকালাহুয্ যি'বু অমা ~
পিতা! ইউসুফকে মাল-পত্রের নিকট রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় গেলাম আর বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল, আমরা সত্যবাদী • তিন চতুর্থাংশ

أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٨﴾ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ

আন্‌তা বিমু'মিনিল্ লানা- অলাও কুন্না-ছোয়া-দ্বিক্বীন্। ১৮। অজ্বা — য়ূ 'আলা-ক্বমীছিহী বিদামিন্ কাযিব্; ক্বা-লা.
হলেও আপনি বিশ্বাস করবেন না। (১৮) আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে আসল। (ইয়াকূব) বলল, তোমরা নিজেরাই

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ *

বাল্ সাওওলাত্ লাকুম্ আন্‌ফুসুকুম্ আম্‌রা-; ফাছোয়াব্‌রুন্ জ্বামীল্; অল্লা-হুল্ মুস্‌তা'আ-নু 'আলা- মা- তাছিফূন্।
এক মনগড়া কাহিনী সাজিয়েছে। তাই এখন আমার জন্য পূর্ণ ধৈর্য ধরাই উত্তম। তোমাদের বক্তব্যে, আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

﴿١٩﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ ۚ

১৯। অ জ্বা — য়াত্ সাইয়্যা-রতুন্ ফাআর্‌সালূ ওয়া-রিদাহুম্ ফাআদ্‌লা- দাল্‌অহূ; ক্বা-লা ইয়া-বুশরা- হা-যা-গুলা-ম্;
(১৯) আর ঘটনাক্রমে এক যাত্রীদল সেখানে এসে তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। সে বালতি কূপে ফেলে বলল, সুখবর!

وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ

অ আসারূরূহু বিদ্বোয়া-'আহ্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিমা-ইয়া'মালূন্। ২০। অশারাওহু বিছামানিম্ বাখ্‌সিন্
এ'যে এক বালক! তারা তাকে পণ্যরূপে লুকাল, আর আল্লাহ্ তাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন। (২০) তারা মাত্র কয়েক দিরহামের

دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ ع ২ ١٤ ١٢ রুকু

দার-হিমা মা'দূদাতিন্ অকা-নূ ফীহি মিনায্ যাহিদীন্। ২১। অক্বা-লা ল্লাযিশ্ তারা-হু মিম্ মিছ্‌রা
বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে তাকে বিক্রি করল, তারা ছিল তার ব্যাপারে লোভহীন। (২১) আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল,

لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا

লিম্‌রায়াতিহী ~ আক্‌রিমী মাছ্‌ওয়া-হু 'আসা ~ আইঁ ইয়ান্‌ফা'আনা ~ আও নাত্তাখিযাহূ অলাদা-; অকাযা-লিকা মাক্কান্না-
সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সযত্নে রাখ, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে, বা আমরা তাকে পুত্র বানাব। এ'ভাবে

لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ

লি ইয়ূসুফা ফিল্ আর্দ্বি অ লিনু'আল্লিমাহূ মিন্ তা''ওয়ীলিল্ আহা-দীছ্; অল্লা-হু গলিবুন্ 'আলা ~

আমি ইউসুফকে যমীনে স্থান দিলাম, যেহেতু তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখাব। আল্লাহ কর্ম সম্পাদনে বিজয়ী, কিন্তু

أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا

আম্রিহী অলা-কিন্না আক্ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ২২। অ লাম্মা-বালাগা আশুদ্দাহূ ~ আ-তাইনা-হু হুক্মাঁও

অধিকাংশ লোক জানে না। (২২) আর সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলে আমি তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই

وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَ

অ ই'ল্মা-;অকাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন্। ২৩। অ র-অদাত্ হুল্লাতী হুঅ ফী বাইতিহা-'আন্ নাফ্সিহী অ

পুণ্যশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। (২৩) যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিল সে মহিলা তাকে ফুসলাল ও দরজাসমূহ

غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ

গল্লাক্বাতিল্ আব্ওয়া-বা অক্বা-লাত্ হাইতা লাক্; ক্বা-লা মা'আ-যাল্লাহি ইন্নাহূ রব্বী ~ আহ্সানা মাছ্ওয়া-ইয়া;

বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'এস'। সে বলল, আল্লাহর পানাহ চাই, তিনি তো আমার রব, তিনি আমাকে উত্তম আশ্রয় দিলেন,

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ

ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুজ্ জোয়া-লিমূন্। ২৪। অলাক্বাদ্ হাম্মাত্ বিহী, অহাম্মা বিহা- লাওলা ~ আর্রায়া- বুরহা-না

আর জালিমরা কখনও সফলতা লাভ করে না। (২৪) মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল, সেও আসক্ত হত যদি রবের নিদর্শন

رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۞

রব্বিহ্; কাযা-লিকা লিনাছ্রিফা 'আন্হুস্ সূ — য়া অল্ ফাহ্শা — য়্; ইন্নাহূ মিন্ ই'বা-দিনাল্ মুখলাছীন্।

সে না দেখত এ'ভাবেই আমি তাকে মন্দ ও অশ্লীলতা হতে ফিরাই। নিশ্চয়ই সে নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ ﴿٢٥﴾

২৫। অস্ তাবাক্বল্ বা-বা অক্বদ্দাত্ ক্বামীছোয়াহূ মিন্ দুবুরিও অআল্ফা ইয়া- সাইয়্যিদাহা-লাদাল্ বা-ব্;

(২৫) উভয়ে দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে ইউসুফের জামার পিছন ছিঁড়ে ফেলল। উভয়েই মালিককে দরজার পাশে ফেলে,

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

ক্বা-লাত্ মা-জ্যাযা — য়ু মান্ আর-দা বিআহ্লিকা সূ — য়ান্ ইল্লা ~ আইঁ ইয়ুস্জ্বানা আও 'আযা-বুন্ আলীম্।

মহিলা বলল, যে তোমার পরিবারের সঙ্গে কুকর্ম করতে চায়, তাকে কারারুদ্ধ বা অন্য কোন মারাত্মক শাস্তি দিবে।

আয়াত-২৪ ঃ পাপ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন হল স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ইউসুফ (আঃ) যখন নিজেকে চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বর সুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে তাকে কেউ সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গাম্বর সুলভ বিজ্ঞতা প্রকাশ করে যুলায়খাকে উপদেশ দিলেন যে, তারও উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা হতে বিরত থাকা। তোমার স্বামী আমাকে উত্তম স্থান দিয়েছে। আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করলে সীমালংঘনকারী হব। আর আমি কয়েক দিনের লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও অধিক স্বীকার করা প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ)

قَالَ هِيَ رَاوَدتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ

২৬। ক্ব-লা হিয়া রা-অদাত্নী 'আন্ নাফ্সী অ শাহিদা শা-হিদুম্ মিন্ আহ্লিহা- ইন্ কা-না ক্বমীছুহূ

(২৬) (ইউসুফ) বলল, মহিলাই তো আমাকে অসৎ উদ্দেশে ফুসলিয়েছে, মহিলার পরিবারের এক সাক্ষ্য সাক্ষী দিল, 'জামার

قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ

ক্বুদ্দা মিন্ ক্বুবুলিন্ ফাছদাক্বত্ অ হুওয়া মিনা ল্কা-যিবীন্। ২৭। অইন্ কা-না ক্বামীছুহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন্

সম্মুখ যদি ছিঁড়া থাকে তবে স্ত্রী সত্য, আর সে (পুরুষটি) মিথ্যাবাদী। (২৭) কিন্তু যদি পিছন দিকে ছেড়া থাকে তবে স্ত্রী

فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن

ফাকাযাবাত্ অ হুওয়া মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৮। ফালাম্মা-রায়া-ক্বমীছোয়াহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন্ ক্ব-লা ইন্নাহূ মিন্

মিথ্যা, সে সত্যবাদী। (২৮) জামার পিছনে ছিন্ন পেয়ে (মহিলার স্বামী) বলল, এটি অবশ্যই তোমাদের নারীদের চক্রান্ত;

كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ

কাইদিকুন্; ইন্না কাইদাকুন্না 'আজীম্। ২৯। ইয়ূসুফু আ'রিদ্ব 'আন্ হাযা-অস্তাগ্ফিরী লিযাম্বিকি,

নিঃসন্দেহে তোমাদের চক্রান্ত ভয়ানক। (২৯) হে ইউসুফ! তুমি একে উপেক্ষা কর। আর হে নারী! তুমি ক্ষমা চাও।

ع ৩ ১৩ রুকূ

إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ

ইন্নাকি কুন্তি মিনাল্ খ-ত্বিয়ীন্। ৩০। অ ক্ব-লা নিস্অতুন্ ফিল্ মাদীনাতিম্ রয়াতুল্ 'আযীযি তুরা-ওয়িদু

অবশ্যই তুমি দোষী। (৩০) নগরের নারীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আযীযের স্ত্রী স্বীয় দাসকে আপন কামনা

فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ

ফাতাহা-'আন্ নাফ্সিহী, ক্বদ্ শাগফাহা-হুব্বা-; ইন্না-লানারা-হা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৩১। ফালাম্মা-সামি'আত্

চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার গভীর প্রেমে আবদ্ধ। আমরা তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। (৩১) তাদের গুঞ্জরণ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

বিমাক্রিহিন্না আরসালাত্ ইলাইহিন্না অ আ'তাদাত্ লাহুন্না মুত্তাকায়াঁও অআ-তাত্ কুল্লা ওয়া-হিদাতিম্ মিন্হুন্না

শুনে তাদের আসন তৈরি করে ডেকে পাঠাল, তাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে এক একটি

سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ

সিক্কীনাঁও অক্ব-লাতিখ্রুজ্ব 'আলাইহিন্না ফালাম্মা- রায়াইনাহূ ~ আক্বার্নাহূ অক্বাত্ত্বো'না আইদিয়াহুন্না অক্বুল্না

ছুরি দিয়ে বলল, ইউসুফ! তাদের সামনে যাও তখন তাকে দেখে অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। বলল,

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي

হা-শা লিল্লা-হি মা- হাযা- বাশারা-; ইন্ হাযা ~ ইল্লা-মালাকুন্ কারীম্। ৩২। ক্ব-লাত্ ফাযা-লিকুন্নাল্লাযী

আশ্চর্য আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো সম্মানিত ফেরেশতা। (৩২) মহিলা বলল, এ তো সে; যার ব্যাপারে

لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ

লুম্তুন্নানী ফীহ্; অলাক্বদ্ রা-অত্তুহূ 'আন্ নাফ্সিহী ফাস্তা'ছোয়াম্; অলায়িল্লাম্ ইয়াফ্'আল্ মা ~ আ-মুরুহূ
আমাকে নিন্দা করছিলে। আর বাস্তবিকই স্বীয় কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে সংযত। আমার নির্দেশ পালন না

لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا

লাইয়ুসজ্বানান্না অলাইয়াকূনাম্ মিনাছ্ ছোয়া-গিরীন্। ৩৩। ক্ব-লা রব্বিস্ সিজ্নু আহাব্বু ইলাইয়্যা মিম্মা-
করলে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ ও হীন হতে হবে। (৩৩) (ইউসুফ) বলল, হে আমার রব! নারীদের আহ্বানের চেয়ে

يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

ইয়াদ্'উনানী ~ ইলাইহি অইল্লা-তাছ্রিফ্ 'আন্নী কাইদাহুন্না আছ্বু ইলাইহিন্না অআকুম্মিনাল্ জ্বা-হিলীন্।
কারাগারই আমার প্রিয়, আপনি। তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা না করলে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ব এবং জাহিল সাব্যস্ত হব।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ

৩৪। ফাস্তাজ্বা-বা লাহূ রব্বুহূ ফাছোয়ারাফা 'আন্হু কাইদাহুন্না;ইন্নাহূ হুআস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৩৫। ছুম্মা
৩৪। রব তার ডাকে সাড়া দিলেন, এবং তাদের ছলনা থেকে তাকে মুক্তি দিলেন, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (৩৫) অতঃপর

৪ ع ১৪ রুকূ

بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ

বাদা-লাহুম্ মিম্ বা'দি মা-রায়ায়ুল্ আ-ইয়া-তি লাইয়াস্জু্নুন্নাহূ- হাত্তা- হীন্। ৩৬। অদাখালা মা'আহুস্
বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর তাদের মনে হল যে, কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে। (৩৬) তার সঙ্গে দু যুবক

السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي

সিজ্নু না ফাতাইয়া-ন্; ক্ব-লা আহাদুহুমা ~ ইন্নী ~ আরনী ~ আ'ছিরু খম্রা-'অক্ব-লাল্ আ-খরু ইন্নী ~
কারাগারে গেল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, শরাব তৈরি করছি। আর অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে নিজকে

أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا

আরানী ~ আহ্মিলু ফাওক্বা রা''ছী খুব্যান্ তা''কুলুত্ব্ ত্বোয়াইরু মিন্হু; নাব্বি''না- বিতা''ওয়ীলিহী ইন্না-
এমন অবস্থায় দখি, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি, এবং পাখি তা হতে ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর

نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

নারা-কা মিনাল্ মুহ্সিনীন্। ৩৭। ক্ব-লা লা- ইয়া''তীকুমা- ত্বোয়া'আ- মুন্ তুরযাক্বা-নিহী ~ ইল্লা-নাব্বা'' তুকুমা-
ব্যাখ্যা অবগত করান। আমরা আপনাকে পুণ্যবান দেখছি। (৩৭) (ইউসুফ) বলল, তোমাদের যে খাবার দেয়া হয় তা

بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

বিতা''ওয়ীলিহী ক্বব্লা আইঁ ইয়া''তিয়াকুমা-; যা-লিকুমা-মিম্মা-'আল্লামানী রব্বী; ইন্নী তারাক্তু মিল্লাতা ক্বওমিল্
আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে সপ্নের ব্যাখ্যা বলব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন, আমি তাদের ধর্ম ত্যাগ করছি।

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ

লা- ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অহুম্ বিল্ আ-খিরতিহুম্ কা-ফিরূন্। ৩৮। অত্তাবা'তু মিল্লাতা আ-বা — য়ী ~ ইব্রা-হীমা

যে সম্প্রদায় আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় এবং তারা পরকালকে বিশ্বাস করে না। (৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম,

وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ مِنْ

অ ইস্হা-ক্বা অইয়া'ক্বূব; মা- কা-না লানা ~ আন্ নুশ্রিকা বিল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্ যা-লিকা মিন্

ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাতের অনুসারী, আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটি আমাদের

فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾ يٰصَاحِبَيِ

ফাদ্বলিল্লা-হি 'আলাইনা– অ'আলান্না-সি অলা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা- ইয়াশ্কুরূন্। ৩৯। ইয়া-ছোয়া-হিবায়িস্

প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া, কিন্তু অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ৩৯। হে কারাগারের

السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

সিজ্নি আ আর্বা-বুম্ মুতাফার্রিক্বূনা খাইরুন্ আমিল্লা-হুল্ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্হা-র্। ৪০। মা-তা'বুদূনা মিন্

সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল? (৪০) তাঁকে ছাড়া কেবল ঐ নামগুলোর

دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۗءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ

দুনিহী ~ ইল্লা ~ আস্মা — য়ান সাম্মাইতুমূ হা ~ আন্তুম্ অ আ-বা — য়ুকুম্ মা ~ আন্যালা ল্লা-হু বিহা-মিন্ সুল্ত্বোয়া-ন্;

ইবাদাত করছ যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যার প্রমাণ আল্লাহ দেননি। বিধান দেবার তো

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ

ইনিল্ হুক্মু ইল্লা-লিল্লা-হ্; আমারা আল্লা-তা'বুদূ ~ ইল্লা ~ ইয়্যা-হু; যা-লিকাদ্দীনু ল্ক্বাইয়্যিমু অলা-কিন্না

অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর নির্দেশ, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। এটিই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অনেক

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ

আক্ছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৪১। ইয়া-ছোয়া-হিবায়িস্ সিজ্নি আম্মা ~ আহাদুকুমা- ফাইয়াস্ক্বী রব্বাহূ খাম্রান্

লোকই তা জানে না।(৪১) হে কারা-সাথীদ্বয়! তোমাদের একজন তোমাদের মালিককে মদ্য পান করাবে। আর অন্যজন

وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

অ আম্মাল্ আ-খারু ফাইয়ুছ্লাবু ফাতা''কুলুত্ ত্বোয়াইরু মির্ র''সিহী-ক্বুদ্বিয়াল্ আম্রুল্লাযী ফীহি তাস্তাফ্তিয়া-ন্।

শুলবিদ্ধ হবে, আর পাখীরা তার মস্তক আহার করবে। তোমরা যে বিষয় আমার নিকট জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

﴿٤٢﴾ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۡ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ

৪২। অক্ব-লা লিল্লাযী জোয়ান্না আন্নাহূ না-জিম্ মিন্হুমায্ কুর্নী 'ইন্দা রব্বিকা ফাআন্সা-হুশ্ শাইত্বোয়া-নু

(৪২) তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বলল, তোমার প্রভুকে আমার কথা বলবে, কিন্তু শয়তান

ع ৫ ৭ ১৫ রুকু

ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ

যিক্র রব্বিহী ফালাবিছা ফিস্ সিজ্নি বিদ্ব্'আ সিনীন্। ৪৩। অক্ব-লাল্ মালিকু ইন্নী ~ আরা- সাব্'আ

(ইউসুফের) কথা বলতে ভুলিয়ে দিল। তাই সে (ইউসুফ) কয়েক বছর জেলে রইল। (৪৩) রাজা বলল, আমি স্বপ্নে

بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ

বাক্বারা-তিন্ সিমা-নিই ইয়া''কুলুহুন্না সাব্'উন্ 'ইজ্বাফুঁও অ সাব্'আ সুম্বুলাতিন্ খুদ্বরিঁও অ উখর ইয়া-বিসা-ত্;

দেখলাম সাতটি শীর্ণকায় গাভী সাতটি সবল গাভীকে ভক্ষণ করছে, আর সাতটি সবুজ শীষ রয়েছে ও অন্যগুলো শুষ্ক।

يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٤﴾ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ

ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু আফ্তূনী ফী রু'ইয়া-ইয়া ইন্ কুন্তুম্ লিররু'ইয়া-তা''বুরূন্। ৪৪। ক্ব-লূ ~ আদ্বগ-ছু

হে পরিষদবৃন্দ! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্ন বিশারদ হয়ে থাক। (৪৪) তারা বলল, এটি অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত

اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا

আহ্লা-মিন্ অমা- নাহ্নু বিতা''ওয়ীলিল্ আহ্লা-মি বি'আ-লিমীন্। ৪৫। অক্ব-লাল্লাযী নাজ্বা-মিন্হুমা-

স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখা জানিও না। (৪৫) যে কারাবন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে মুক্ত হয়েছিল ও দীর্ঘকাল পরে

وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٦﴾ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ

অদ্দাকারা বা'দা উম্মাতিন্ আনা উনাব্বিয়ুকুম্ বিতা''ওয়ীলিহী ফাআর্সিলূন্। ৪৬। ইয়ূসুফু আইয়্যুহাছ্ ছিদ্দীক্ব

যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখা এনে দিব, আমাকে পাঠাও। (৪৬) ইউসুফ,

اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ

আফ্তিনা- ফী সাব'ঈ বাক্বারা-তিন্ সিমা-নিঁ ইয়া''কুলুহুন্না সাব'উন্ 'ইজ্বা-ফুঁও অসাব্'ঈ 'সুম্বুলা-তিন্ খুদ্বরিঁও

হে সত্যবাদী! সাতটি তাজা গাভীকে সাতটি দুর্বল গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক শীষ সম্পর্কে

وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ

অউখর ইয়া-বিসা-তি ল্লা'আল্লী ~ আর্জি'উ ইলান্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়া'লামূন্। ৪৭। ক্ব-লা তায্রা'উনা

আমাকে ব্যাখ্যা দাও, যেন আমি লোকদের কাছে গেলে তারাও বুঝে। (৪৭) (ইউসুফ) বলল, তোমরা একাধারে

سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ۞

সাব'আ সিনীনা দায়াবান্ ফামা-হাছোয়াত্তুম্ ফাযারূহু ফী সুম্বুলিহী ~ ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিম্মা-তা''কুলূন্।

সাত বছর চাষ করবে, তারপর তোমরা খাওয়ার অংশ বাদে বাকি সব শীষ সমেত গুদামজাত করে রেখে দিবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৮। ছুম্মা ইয়া''তী মিম্ বা'দি যা-লিকা সাব্'উন্ শিদা-দুই ইয়া'কুল্না মা-ক্বদ্দাম্তুম্ লাহুন্না ইল্লা-ক্বলীলাম্

(৪৮) আর তার পরে সাতটি কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর আসবে, সে সময়ে জমাকৃত সব খাবে; সামান্য ছাড়া যা (বীজ) সংরক্ষণ

مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٩﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

মিম্মা-তুহ্ছিনূন্। ৪৯। ছুম্মা ইয়া''তী মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আ-মুন্ ফীহি ইয়ুগ-ছুন্ না-সু অ ফীহি

করবে। (৪৯) পরে এমন এক বছর আসবে, সে সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে ও তারা প্রচুর ফলের রস

ع ৬ ১৬ রুকু

يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ

ইয়া'ছিরূন্। ৫০। অ ক্ব-লাল্ মালিকু''তূনী বিহী ফালাম্মা-জ্বা—য়াহুর্ রাসূলু ক্ব-লার্ জ্বি'

নিংড়াবে। (৫০) আর বাদশাহ্ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। দূত আসলে সে (ইউসূফ) বলল, মালিকের

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

ইলা-রব্বিকা ফাস্য়ালহু মা- বা-লুন্ নিস্অতিল্ লাতী কাত্ত্বোয়া'না আইদিয়াহুন্না; ইন্না রব্বী বিকাইদিহিন্না

কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীরা নিজের হাত কাটল তাদের অবস্থা কি? আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে

عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ

'আলীম্। ৫১। ক্ব-লা মা- খাত্ব্বুকুন্না ইয্ রা-ওয়াত্তুন্না ইয়ূসুফা 'আন্ নাফ্সিহী; ক্বু্ল্না হা-শা

ভালোভাবে অবহিত। (৫১) বাদশাহ মহিলাদের বলল, যখন ইউসুফকে ফুসলালে তখন কি পেলে? তারা বলল,

لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ

লিল্লা-হি মা-'আলিম্না-'আলাইহি মিন্ সূ—য়িন্; ক্ব-লাতিম্ রায়াতুল্ 'আযীযিল্ আ-না হাছ্হাছোয়াল্

পবিত্রতা আল্লাহর, আমরা তার মধ্যে কোন দোষ পাইনি ১। আযীয-স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ

হাক্কু্ আনা র-ওয়াত্তুহূ আন্ নাফ্সিহী অইন্নাহূ লামিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৫২। যা-লিকা লিইয়া'লামা

আমিই তাকে ফুসলিয়েছি, নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী ২। (৫২) ইউসুফ বলল, এটি এ কারণে-যেন সে (আযীয)

أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

আন্নী লাম্ আখুন্হু বিল্গইবি অ আন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দী কাইদাল্ খ—য়িনীন্।

জানে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র চলতে দেন না।

আয়াত-৫১ ঃ ইউসুফ (আঃ) একদা দীর্ঘ বন্দী জীবনে দুঃসহ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করেছিলেন। কাজেই বাদশাহের প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি পয়গাম্বর সুলভ আচরণের পরিচয় দিয়ে নিজের নির্দোষ হওয়ার সনদ স্বয়ং বাদশাহের মাধ্যমে সেই রমণীদের নিকট হতে গ্রহণ করলেন, যাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর পবিত্র ও বিশ্বস্ত রূপে বাদশাহের সান্নিধ্যে গমন করলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আঃ) সরাসরি জোলায়খার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন নি। বরং হস্তকর্তনকারীণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি স্বীয় প্রভু আযীযের প্রতি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। (মাঃ কোঃ সামান্য পরিবর্তিত)

টীকা ঃ (১) আমরা ইউসুফকে সম্পূর্ণ বিষ্কলুষ পেয়েছি। আর তখন যোলায়খার তদানীন্তর স্বীকৃতির কথা হয়ত এ জন্যই তারা ব্যক্ত করে নি যে, এতটুকুতেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ পেয়েছে, অথবা যোলাযখকার মুখামুখী লজ্জাবোধ করাতে অথবা তার ভয়ে।

টীকা ঃ (২) সম্ভবত ঃ এরূপ স্বীকার করতে যোলায়খা বাধ্য হয়ে পড়েছিল। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমার এ ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ হল, আযীয যেন আমাকে বিশ্বাস ভঙ্গকারী মনে না করে, আমি যে পবিত্র তা যেন অবগত হতে পারে।